

সত্য সংগ্রহ

COLLECTION OF TRUTH



শ্রীজিন বংশ মহাথেরা

ও

শ্রীকোণ্ডাঞা ভিক্ষু

কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

—ঃ সত্য সংগ্রহঃ—

বৌদ্ধাঞ্জলি, বৌদ্ধবালা শিক্ষা বৌদ্ধনীতি মালা, পাচিভুয়ং পালি,
চরিয়া পিটক, ইতিবৃত্তক, প্রেতকাহিনী প্রবজিতের ব্রতরাশি,
বিনয় সম্মত পকেট পঞ্জিকা, সভাপতির ভাষণ,
গৃহিবিনয় রত্নমালিকা, সদ্ধর্ম রত্নচৈত,্য,
হিতোপদেশ নির্মালা, সূত্রসংগ্রহ ও
সজ্জনায়ক ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের
জীবন চরিত প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীমৎ জিমবংশ মহাধেরো

ও

শ্রীকোণ্ডাঞো ভিক্ষু কহুক

প্রণীত ও প্রকাশিত

—নিবেদন—

এ সত্যসংগ্রহ গ্রন্থখানি জার্মানরাষ্ট্র জ্ঞাত জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভিক্টর সিংহলদ্বীপে অবস্থানকালীন সূত্রপিটকের নানাস্থান হ'তে কতক মূল্যবান তথ্য বিষয়-বস্তু দ্বিরুক্তি বিহীন ক'রে সঠিক পালিই এগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশনে অবস্থানকালীন এ পালি গ্রন্থখানি আমার হাতে পড়ে। তখন আমি ইহা পাঠ ক'রে যথেষ্ট উপকৃত হই এবং আনন্দ লাভ করি। এ আনন্দ সবাইকে লাভের সুযোগ ক'রে দেওয়ার প্রবলচ্ছা জাগ্রত হ'ল। তাই বৌদ্ধ মিশনের যাবতীয় কর্মের মাধ্যমেই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে এ সত্যসংগ্রহ গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত সঠিক সরল বঙ্গানুবাদ কর্তে আরম্ভ করি। কিছু দিনের মধ্যে অনুবাদের কার্য সমাপ্ত হয়। তৎপর হ'তে ইহা অনেকবার মূলের সাথে মিলায়ে সংশোধন ক'রে রাখি। আজ বহুদিন পরে শ্রীমৎ শাসনবংশ স্থবিরের শিষ্য শ্রীমৎ কোণ্ডাঞা ভিক্টর কতক এ পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হলো। এজ্ঞাতি তাঁর বৌদ্ধশাসন হিতৈষিনা মনোভাবকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে তাঁর সংস্কল্প পরিপূরণের জ্ঞাতি তথাগত বুদ্ধের সমীপে কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা করতছি।

এক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা শাসন-সমাজের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হ'লেই শ্রম সার্থক মনে করবো। ইতি—

২৫১২ বুদ্ধাব্দ

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ

মাঘীপূর্ণিমা

{

সদ্ধর্মস্থিতিকামী

শ্রীজিনবংশ মহাথের

মহানন্দ সজ্জরাজ বিহার

মহামুনি, পাহাড়তলী।

ব্রজেন সেন



কোথারো ভিক্টর

পারাবুভলী, চট্টগ্রাম

প্রকাশকের বক্তব্য

সুসাহিত্যিক সমাজ সেবী বহুবিধ সদ্ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা, পণ্ডিত প্রবর মদীয় আচার্য্য শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথেরো মহোদয়ের প্রাজ্ঞতা ভাষায় লিখিত “সত্য সংগ্রহ” পুস্তক খানা প্রকাশ করতে পে’রে নিজেকে গৌরব বোধ করছি, এর দ্বারা শাসন সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র ও উপকার সাধিত হলে অর্থনায় সার্থক মনে করবো এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থনিয়ে আরো উপাদেয় ধর্মীয় পুস্তক মুদ্রণ করবার সদিচ্ছা পোষণ করি।

অতএব সর্ব সাধারণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ-প্রত্যেকে মুদ্রণ ব্যয়মাত্র শ্রদ্ধাদান দিয়ে একেক কপি গ্রহণ ক’রে “ধন্য দানং সর্ব দানং বিজাতি” “ধর্ম দান সকল দানকে পরাজয় করতে সমর্থ” এ মহান পুণ্যের ভাগী হউন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁরা অগ্রিম টাঁদা দিয়ে এ কাজে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তাঁদের নামের তালিকা :—

শ্রীমতি কণক প্রভা বড়ুয়া—২৫\ শ্রীমতি বিশাখা বালা বড়ুয়া—২০\ শ্রীমতি চারু বালা বড়ুয়া—৫\ শ্রীমতি বিরজা বালা বড়ুয়া—৫\ শ্রীমতি মণি বালা বড়ুয়া—৫\ শ্রীমান ধর্মানন্দ শ্রামণ—৫\ শ্রীমতি রাশি বালা বড়ুয়া—৫\ শ্রীমতি অমিয় বালা বড়ুয়া (রাঙ্গুনিয়া)—৫\ শ্রীমতি যোগমায়া বড়ুয়া—২০\ শ্রীমতি করুণাময়ী বড়ুয়া—৫\ শ্রীমতি শাক্য বালা বড়ুয়া—৫\ শ্রীমতি পারুল বড়ুয়া—৫\ টাকা। ইতি নিবেদক—

ভিক্ষু কোণ্ডাঞো

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ পত্র

স্নেহাম্পদ শ্রীমৎ গিরিমানন্দ মহাথের, শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয়
থের শ্রীমৎ শাসন বংশ থের এবং মদীয় অন্তে
বাসী সুবিনীত শ্রদ্ধাবান শ্রীমৎ লোকানন্দ
থের, শ্রীমৎ স্মদর্শন ভিক্ষু ও শ্রীমৎ
স্বমেধপ্রিয় ভিক্ষুর
কচি করকমলে
এই পুস্তিকাখানি
স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ
অর্পণ করলাম।

ইতি—

সুভানুধ্যায়ী গ্রন্থকার—

“শ্রীজিনবংশ মহাথের”

সত্য সংগ্রহ

Collection of Truth

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্মৈ ।

—: চার আৰ্য্য সত্য :—

ভগবান অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপতন যুগদাব বনে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব-মার, ব্রহ্ম বা জগতে যে কা'রো দ্বারা অপ্রবর্তিত শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন । সে ধর্মচক্রে চার আৰ্য্য সত্যের কথন, দেশন, প্রজ্ঞাপন, প্রস্থাপন, প্রকাশন, বিভাজন, ও অধোমুখে স্থাপিত পাত্র উর্দ্ধমুখী করণের শ্রায়, অগভীর ও সহজভাবে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন ।

সে চার প্রকার আৰ্য্য সত্যের মধ্যে দুঃখ আৰ্য্য সত্য, দুঃখ সমুদয় আৰ্য্য সত্য, দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য সত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামিণী প্রতিপদা আৰ্য্য সত্য ।

ভগবান বুদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে অনেক স্থলে বলেছেন—যাবৎ আমার এ চার আৰ্য্য সত্যে ১ ত্রিপিবর্ত্ত বশে

১। সত্যজ্ঞান	কর্তব্যজ্ঞান	কৃত্যজ্ঞান
দুঃখসত্য	পরিজ্ঞেয়	পরিজ্ঞাত
দুঃখ সমুদয় সত্য	প্রহিতব্য	প্রহীণ
দুঃখ নিরোধ সত্য	প্রত্যক্ষিতব্য	প্রত্যক্ষ
দুঃখ নিরোধ উপায় সত্য	ভাবিতব্য	ভাবিত
বা মার্গ সত্য		

দ্বাদশাকারে যথাযথভাবে জ্ঞান দর্শন সুবিশুদ্ধ হয়নি, তাবৎ আমি সদেবলোকে, সমার-সত্রঙ্গ-সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রজা ও সদেব নর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্যক্ সম্বোধি অভিজ্ঞাত হ'য়েছি ব'লে প্রকাশ করি নি, যে হতে উক্ত চার আৰ্য্য সত্য আমি সম্যক্ৰূপে জ্ঞাত হয়েছি, সে হতেই সম্যক্ সম্বোধি লাভ ক'রেছি বলে নিরাতঙ্ক চিন্তে জগতে প্রকাশ করেছি—“গন্তীর হুঃখে দর্শনীয়, হুঃখে বোধগম্য, শাস্ত, তর্ক, শ্রেষ্ঠ, তর্কজাল বিহীন, নিপুণ ও পণ্ডিত জনগণ দ্বারা বোধগম্য ধর্ম অধিগম করেছি।”

প্রাণিগণ তৃষ্ণালয়ে রমিত, রত ও প্রমোদিত। সুতরাং এতে আনন্দানুভবকারী সত্ত্বগণ হেতু উৎপত্তি ধর্মের হেতুর নিরোধে সর্ব সংস্কারের উপশম, সংস্কারের উপশমে সর্বোপাধির ত্যাগ, সর্বোপাধির ত্যাগে তৃষ্ণা ক্ষয় জন্মিত নির্বাণ বলে দর্শন করতে পারেনা সম্যক্ৰূপে। জগতে অল্প পাপবিশিষ্ট সত্ত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আছেন। তাঁরা সদ্ধর্ম শ্রবণ করতে না পে'রে পরিহীন হচ্ছেন, কিন্তু সদ্ধর্ম শুনতে পেলেই ধর্ম জ্ঞাত হবেন।

—: হুঃখ আৰ্য্য সত্য :—

জন্মগ্রহণ করা, বার্কিক্যতা প্রাপ্তি, মরণ, শোক, বিলাপ, হুঃখ বেদনা, স্কন্ধজন্মিত মানসিক হুঃখ বেদনা, উপায়াস, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ এবং এক কথায় বলা হয় পঞ্চোপাদান স্কন্ধই হুঃখ আৰ্য্য সত্য।

জন্ম :—প্রাণীদের মধ্যে (সঞ্চারিকায়ে) জন্মধারণ, পুনঃপুন উৎপত্তি, সংক্রমণ, রূপাদি স্বক পঞ্চকের উৎপত্তি ও চক্ষু প্রভৃতি আয়তন সমূহের প্রতিলভাই জন্ম ।

জরা :—যদ্বারা এ প্রাণীজগতে প্রাণীকুল বান্ধক্যতা, জীর্ণতা, দন্ত নখাদির খণ্ড বিখণ্ড ভাব প্রাপ্তি হয়, কেশ লোমাদির পক্বতা, চর্মের শিথিলতা, আয়ুর ক্ষয় ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্বতাই জরা ।

মরণ :—এ প্রাণী জগত হতে চ্যুতি, মরণ, লক্ষণ, স্বক সমূহের ভগ্ন ও উৎপত্তি, ভগ্ন-চ্যুত, স্বক্কের অস্তর্ধান, মৃত্যু, কাল বা যমক্রিয়া, স্বক সমূহের ভেদ ও কলেবরের নিক্ষেপই মরণ ।

শোক :—একে অশ্রুর বিনাশ হুঃখ দর্শন করতঃ হুঃখধর্মে স্পৃষ্ট হয়ে যে শোক, শোচনা, শোকাক্তভাব, আভ্যন্তরীণ শোক ও অন্তর শুষ্কারী বেদনা উৎপন্ন হয়, তাকে বলে শোক ।

পরিদেবন :—যে কোন উপায়ে বিনাশযুক্ত ও হুঃখ স্বভাব যুক্ত ব্যক্তির গুণ বর্ণনা করে যে বিলাপ, আভ্যন্তরীণ বিলাপ ও অন্তর শুষ্কারী বিলাপ তাহাই পরিদেবন ।

হুঃখ—যা' কায়িক হুঃখ, কায়িক অমধুর ভাব, কায় সংস্পর্শজ হুঃখ ও অমধুর অনুভবকৃত হুঃখ বেদনাকে বলে হুঃখ ।

দৌর্মণশ্চ :—চৈতন্যিক দুঃখ, অমধুর মন সংস্পর্শজাত, দুঃখ ও অমধুর জনক দুঃখ অনুভব করাকেই বলে দৌর্মণশ্চ ।

উপায়াস :—একে অপরের দুঃখাদি দর্শনে চিন্তাভাস্তরে যে প্রজ্জলিত ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই উপায়াস ।

ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ দুঃখ :—জাত প্রাণীদের এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় “আমি জগতে বারবার জন্মগ্রহণ ক’রে আর দুঃখ ভোগ করবোনা, জন্ম আমার নিকট না আসুক, বার্কিক্য-মরণ শোক-বিলাপ, দুঃখ-দৌর্মণশ্চ ও উপায়াস দুঃখাদি আমি ভোগ না করি এবং এসব দুঃখ আমার নিকট না আসুক, ইত্যাদি শতবৎসর ধরে কামনা করলে ও দানশীল ভাবনা ব্যতীত উক্ত কামনা পরিপূর্ণ হয়না,” সেরূপ জরা-ব্যাধিগ্রস্ত মরণ ধর্মপরায়ণ, শোক পরিদেবন, দুঃখ দৌর্মণশ্চ উপায়াসগ্রস্ত সহগণেরও এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়,—অহো, আমরা জরা-ব্যাধি-মরণ শোকাদি প্রাপ্ত না হই, ঐগুলু আমাদের নিকট না আসুক, কিন্তু এরূপ শত ইচ্ছা উৎপন্ন হলেও স্বীয় ইচ্ছা বশে কোনটিই প্রাপ্তব্য নহে। তদ্ব্যতীত একে বলা হয় ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ দুঃখ ।

পঞ্চোপাদান স্বক্ক :—রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান এ স্বক্ক পঞ্চক উপাদানের নামই পঞ্চোপাদান স্বক্ক ।

রূপোপাদান :—যা’ কিছু অতীত-অনাগত-বর্তমান আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম বা হীন, শ্রেষ্ঠ, দূরে এবং

নিকটস্থ রূপ, সমস্তই রূপোপাদান রাশির মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ সমস্ত বেদনা-বেদনা উপাদান, সংজ্ঞা-সংজ্ঞা উপাদান, সংস্কার-সংস্কারোপাদান, ও বিজ্ঞান-বিজ্ঞানোপাদান রাশির মধ্যেই গণ্য হয়।

রূপোপাদান স্বক্ক :— চার মহাভূতের সমষ্টিই রূপ। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু ধাতুকেই চার মহাভূত বলে। পৃথিবী ধাতু আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক বশে দ্বিবিধ।

আধ্যাত্মিক পৃথিবী ধাতু :— যা' আধ্যাত্মিক কৰ্কশ, কৰ্কশ, ভাব প্রাপ্ত, যথা :- কেশ, লোম, নখ, দন্ত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি মর্জা, বক্ৰ, হৃদয়, যকৃত, ক্রোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্টা ও অন্ত্রাণ্ত্র যা' কিছু আধ্যাত্মিক কৰ্কশ, কৰ্কশ ভাব আছে, তৎসমুদয়ই আধ্যাত্মিক পৃথিবী ধাতু, যা' কিছু আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বশে পৃথিবী ধাতু আছে তৎসমস্তই পৃথিবী ধাতুর মধ্যে গণ্য।

জল ধাতু ও আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বশে দ্বিবিধ :- যা' আধ্যাত্মিক জল, জলাশ্রিত ; যেমন—পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, রক্ত, ঘর্ম, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখণী, শরীর সন্ধি স্থলে পিচ্ছিল পদার্থ, মূত্র আরো অন্ত্রাণ্ত্র যা' কিছু আধ্যাত্মিক জলাশ্রয়ে উৎপন্ন জলীয় পদার্থকে আধ্যাত্মিক জল ধাতু বলে। যা' কিছু আধ্যাত্মিক বাহ্যিক জল ধাতু আছে তৎসমস্তই জলধাতুর মধ্যে গণ্য।

তেজ ধাতু ও আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বশে দ্বিবিধ :—যা' আধ্যাত্মিক তেজ ধাতুর আশ্রয়ে উৎপন্ন তেজ ; যেমন যদ্বারা খাদ্যভোজ্য ও পানীয়াদি সন্তপ্ত হয়, জীর্ণ হয়, দন্ধ হয়, সম্যক্ রূপে জীর্ণ হয় এবং অন্য যা' কিছু আধ্যাত্মিক তেজ ধাতুর আশ্রয়ে উৎপন্ন তেজ ধাতুকে বলে আধ্যাত্মিক তেজ ধাতু। যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বাহ্যিক তেজ ধাতু আছে, তৎসমস্তই তেজ ধাতুর মধ্যে গণ্য।

বায়ু ধাতু ও আধ্যাত্মিক বাহ্যিক ভেদে দ্বিবিধ—যা' আধ্যাত্মিক বায়ু ধাতুর আশ্রয়ে উৎপন্ন বায়ু যথা—উর্দ্ধগামী, অধোগামী, কুক্ষিগত, ১ প্রাকোষ্ঠগত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংসরণ কারী বায়ু। আশ্বাস প্রশ্বাস এবং অন্যান্য যা' কিছু আধ্যাত্মিক বায়ুর আশ্রয়ে উৎপন্ন বায়ু আছে, তৎসমুদয়কে আধ্যাত্মিক বায়ু ধাতু বলে।

উক্ত আধ্যাত্মিক বাহ্যিক ধাতু সমূহ আমার নয়, আমি এদের নহি এবং এসব ধাতু আমার আত্মা ও নহে বলে যথাভূত সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা প্রত্যেকেরই একান্ত উচিত।

রূপদেহ :—কাষ্ঠ, তৃণ, বেত্র ও মাটির দ্বারা আকাশ পরিবৃত্ত হলে যেমন একখানা ঘর তৈরী হয়; সেরূপ অস্থি,

স্নায়ু, মাংস ও চর্ম দ্বারা আকাশ পরিবৃত্ত হলেই একখানা রূপদেহ প্রস্তুত হয়।

বিজ্ঞানোপাদান রাশিঃ—চক্ষু ও রূপের কারণে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ ক্ষুদ্র একে বলে চক্ষু বিজ্ঞান। এরূপে শ্রোত ও শব্দের কারণে শ্রোত বিজ্ঞান, ভ্রাণ ও গন্ধের কারণে ভ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা ও রসের কারণে জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় ও স্পর্শের কারণে কায়বিজ্ঞান এবং মন ও ধর্মের কারণে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যা' রূপ তা' রূপোপাদান, যা' বেদনা তা' বেদনা উপাদান, যা' সংস্কার-সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান তা' বিজ্ঞানোপাদান রাশির মধ্যেই গণ্য।

সমস্ত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য। যা' অনিত্য তা' দুঃখ, যা' দুঃখ তা' অনাত্ম, যা' অনাত্ম তা' আমাদের নয়, আমিও তার নহি এবং আমার আত্মাও নহে, তদ্ব্যতীত যা' কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান আধ্যাত্মিক বাহ্যিক স্মৃতি, স্মৃতি, হীন, শ্রেষ্ঠ, দূরে ও নিকটস্থ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আমার নহে, আমিও এদের নহি এবং ইহা আমার আত্মা নহে বলে যথাভূত ভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা উচিত।

মানব সমূহের মধ্যে অশীতি, নব্বুতি বা শত বর্ষ আয়ু সম্পন্ন জীর্ণ বক্র, দণ্ড পরায়ণ, কল্পিত দেহ, চলন শক্তি

রহিত বিগত যৌবন, নখ দস্তাদির খণ্ড বিখণ্ড প্রাপ্ত, পরিপক্ক কেশ, চর্মের শিথিলতা, সর্ব্বশরীর তিলক যুক্ত ও কম্পিত শির সম্পন্ন বহু নর নারী দেখা যায়।

এসব দেখে একরূপ চিন্তা করা উচিত যে, আমিও বার্কক্য ধর্ম পরায়ণ, বার্কক্যকে অতিক্রম করতে পারিনি মানব সমূহের মধ্যে পীড়িত দুঃখীত, বহুল ভাবে পীড়িত, স্বীয় বিষ্টামূত্রে জড়িত, শয়নাসন হতে অগ্নের সাহায্যে উঠতেছে, অগ্নের সাহায্যে শয়ন উপবেশন এবং খাওয়া ভোজ্যাদি গলাধঃকরণ করিতেছে। একরূপ বহু নরনারী দেখা যায় জগতে। এসব দেখে প্রত্যেকের একরূপচিন্তা করা উচিত যে—আমিও ব্যাধিধর্ম পরায়ণ ব্যাধিকে অতিক্রম করতে পারিনি।

এমর জগতে একদিনের, দু'দিনের ও তিনদিনের নিষ্কিপ্ত নর-নারীর মৃতদেহ স্ফীত, বিবর্ণ ও পূ'জময় হ'য়ে থাকতে দেখা যায় ; এসব দেখে প্রত্যেকের চিন্তে একরূপ ধারণা করা উচিত যে—আমি ও মরণ ধর্ম পরায়ণ, মরণকে অতিক্রম করতে পারি নি।

অনাদি সংসার :— এই সংসার আদি অন্ত বিরহিত। সংসারের আদি অন্ত দেখা যায় না। সত্ত্বগণ অবিচার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে, তৃষ্ণা সংযোজনে সংযোজিত, সংধাবিত ও সংসরিত হয় বলেই সংসার।

অশ্রুর পরিমাণ :— এ দীর্ঘ রাস্তায় বা ভব হ'তে অগ্ন ভবে, বা অগ্ন ভব হতে এভাবে গমনাগমন কালে, সংসরণ

কালে, মাতা-পিতা-পুত্র-স্বীতা-জ্ঞাতিও ভোগ বিনাশ এবং রোগ কষ্ট হেতু দুঃখ, অমনোজ্ঞ বিষয়ের সংযোগ, মনোজ্ঞ বিষয়ের বিয়োগ, প্রত্যক্ষ হেতুভূত ক্রন্দন বিলাপাদি দ্বারা যে অশ্রু নির্গত হয়েছে তা' চার মহাসমুদ্রের জল রাশি হ'তেও অধিক হবে।

রুধিরের পরিমাণ :— দীর্ঘদিন ধরে এভব হ'তে অণু ভবে, অন্যভব হতে এভাবে সংসরণ করবার কালে চোর-দস্যু-চণ্ডাল প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি ছেদিত হ'য়ে যে রক্তধারা প্রবাহিত হয়েছে, তা' চার মহা সমুদ্রের জল রাশি হতেও অধিক হবে।

অস্থি কঙ্কালের পরিমাণ :— একজন লোক যদি এক কল্পকাল সংসারে সন্ধাবন-সংসরণ করে, তা' হলে তার পুনঃপুন মৃত্যুতে এত সুরহং অস্থি কঙ্কাল পুঞ্জ সঞ্চিত হবে যে, যেন এক বৈপুল্য পর্বত। যদি কোন লোক এ অস্থি সময়ে সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় এবং বিনষ্টও যদি না হয়। যেহেতু এসংসার আদি অন্ত বিরহিত। এর আদি অন্ত দৃষ্ট হয় না। প্রাণিগণ অবিচার আচ্ছাদনে অনন্ত কাল সংসার চক্রে ঘুরতেছে।

দীর্ঘকাল হতে প্রাণিগণ তীব্র দুঃখ বেদনা, বিবিধ ব্যসন ভোগ করে আসতেছে এবং জন্ম জন্মান্তরে নরক যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করেছে মাত্র। এ বিবিধ দুঃখোপভোগের পর মানবগণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সমস্ত সংস্কার বা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি অনুতপ্ত ভাব উৎপাদন করা। উহার প্রতি বিরাগ সঞ্চয় করা ও সংস্কার দুঃখ হতে বিমুক্তির উপায় সন্ধান করা।

দুঃখ সমুদয় আৰ্য্য সত্য

যে তৃষ্ণা পূনরায় ভবে উৎপাদিকা কামরাগ রঞ্জন সহগতা
ও যেখানে পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়, তৎতৎ বিষয় অভিনন্দন কারিণী
কাম তৃষ্ণা^১ ভব তৃষ্ণা^২ ও বিভব তৃষ্ণাই^৩ দুঃখ সমুদয় আৰ্য্য সত্য।

ইহজগতে চক্ষু, শ্রোত্র, ভ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন অতিশয়
প্রিয় ও মধুর বস্তু। ঐ তৃষ্ণা এসব প্রিয় বস্তুর মধ্যেই উৎপন্ন
ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবগণ চক্ষু দ্বারা রূপ, শ্রোত্র দ্বারা
শব্দ, ভ্রাণ দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন, কায়ের দ্বারা
স্পর্শ সুখগ্রহণ, মনের দ্বারা ধর্মকে গ্রহণ করে প্রিয়রূপ ধর্মে
আসক্ত এবং অপ্রিয় রূপ ধর্মে অসন্তোষ হয় অথচ সামান্য
কায়ানুদর্শী হয়েও বাস করেন।

যা' কিছু সুখ দুঃখ, অসুখ অদুঃখ বেদনা অনুভব হয়,
সে সব বেদনা অভিনন্দন ও প্রশংসা সহকারে চিন্তে স্থাপন
করে, সে সব বেদনা তা'র চিন্তে সংস্থাপিত হলেই কাম-
রাগানন্দ হ'তে উপাদান, উপাদানের আশ্রয়ে ভব, ভব-আশ্রয়ে
জন্ম, জন্ম আশ্রয়ে বার্কিক্য, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ-দৌর্মগস্ত
ও উপায়াস উৎপন্ন হয়, এ' প্রকারেই উক্ত দুঃখ দৌর্মগস্ত ও
উপায়াস প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বলে এর নাম 'দুঃখ সমুদয়
আৰ্য্য সত্য'।

১ কামলোক লাভের ইচ্ছা, ২ রূপলোক লাভের ইচ্ছা,

৩ অরূপ ভূমি লাভের ইচ্ছা

কামের প্রত্যক্ষ দোষ :—কাম হেতু, কাম নিদান ও কাম কারণেই রাজা-রাজার সঙ্গে, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণের সঙ্গে, গৃহপতি-গৃহপতির সঙ্গে, মাতা-পুত্রের সঙ্গে, পুত্র-মাতার সঙ্গে, পিতা-পুত্রের সঙ্গে, পুত্র-পিতার সঙ্গে, ভ্রাতা-ভ্রাতার সঙ্গে, ভ্রাতা-ভগ্নির সঙ্গে, ও বন্ধু-বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ করে। তারা পরস্পর কলহ, বিবাদ বিগ্রহাদি ক'রে একে অণ্ডকে হস্ত; দণ্ড ও অন্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত করার উপক্রম করে, এতদ্ফলে অনেকের মৃত্যুও ঘটে থাকে। জগতে মরণ অতিশয় দুঃখকর, ইহাই কাম সমূহের প্রত্যক্ষ দোষ। কামহেতু, কামনিদান ও কাম কারণেই মহাদুঃখরাশির উৎপত্তি।

কামহেতু চোরদম্ভাগণ সিঁদ কাটে, চুরি করে, ডাকাতি করে, পথিককে হত্যা করতঃ টাকা পয়সা লুটতরাজ করে এবং পরদার লঙ্ঘন করে। তদ্ব্যতীত রাজদূতেরা তাকে ধ'রে বেত্র ও দণ্ডাদি দ্বারা নানা প্রকার শাস্তি প্রদান করে। হস্ত পদাদি ছিন্ন ক'রে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করায়, জীবিত অবস্থায় শূলে চাপায়ে দেয়, এসব কারণেও অনেক নরনারীর মৃত্যু হয়। ইহাও কামের প্রত্যক্ষ দোষ ও দুঃখরাশি।

কামেচ্ছা পূরণ হেতু মানবগণ কায়বাক্য মন দ্বারা দুষ্চরিত্রাদি অকুশল আচরণ করে। তারা এরূপ অণ্ডায় আচরণ ক'রে মরণের পর অপার দুর্গতি, অসুর লোকে ও নরকাদিতে

উৎপন্ন হয়। ইহা কাম হেতু পারত্রিক প্রত্যক্ষ দোষ ও দুঃখ
রাশি। তাই বুদ্ধ বলেছেন :—

ন অন্তলিক্বে ন সমুদ্রমজ্জো ন পব্বতানং বিবরং পাবিস্স
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো, যথট্টিতো মুকেয্যাপাপকম্মা।

অন্তরিক্ষে সমুদ্রে বা পর্বত মাঝারে

প্রবেশ করুক নর অথবা বিবরে

জগতে এমন স্থান নাহি বিদ্যমান

যথায় লুকিয়ে পাপী পাবে পরিত্রাণ।

ইহাও সম্ভব হতে পারে যে—মহাসমুদ্র শুষ্ক বিশুষ্ক হয়ে যাবে,
মহা পৃথিবী দহু বিদহু হবে, বিনাশ হবে ও বহু শত কল্প শূন্য
থাকবে তথাপি অবিদ্যা আবরণে আচ্ছাদিত ও তৃষ্ণা সংযোজনে
সংযোজিত প্রাণীদের ভবাভাবে সংসরণ জনিত দুঃখের অবসান
হবে না।

দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য সত্য

তৃষ্ণার নিঃশেষ ধ্বংস, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি ও তৃষ্ণার আধার
বিহীন হওয়াকে বলে দুঃখ নিরোধ আৰ্য্যসত্য অর্থাৎ জগতে
যা প্রিয় ও মধুর রূপ তাতেই তৃষ্ণা প্রবর্তিত ও নিরুদ্ধ হয়।
তৃষ্ণার নিঃশেষ বা ধ্বংস হলে উপাদান ধ্বংস হয়, উপাদানের
ধ্বংসে ভবধ্বংস, ভবের ধ্বংসে জন্ম ধ্বংস, জন্ম ধ্বংস হলেই
বার্দ্ধক্য, মরণ শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মগ্নস্ত ও উপায়াসাদির
ধ্বংস হয়। তাই এ সত্যের নাম দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য সত্য।

নির্বান :— সমস্ত সংস্কারের উপশম, সর্বোপাধির বিসর্জন, তৃষ্ণার ক্ষয় ও বিরাগের ধ্বংসই নির্বাণ। এ নির্বাণই শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ। কামরাগে আসক্ত, দ্বেষে প্রদূষিত, মোহে মুগ্ধ, অভিভূত ও পরিগৃহীত চিত্ত নিজের ও পরের দুঃখোৎপাদন করে এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মগ্নস্তা পরিভোগ করে, কিন্তু উক্ত মোহাদি প্রহীন হলে নিজের ও পরের কোন প্রকার অনিষ্টার্থ চিত্ত উৎপন্ন হয় না এবং চৈতসিক দুঃখ দৌর্মগ্নস্তাদি পরিভোগ করে না। ইহাই অকালিক ধর্ম, এসে দেখ—এভাবে আহ্বান করবার উপযুক্ত নির্বাণ প্রাদর্শ্য এবং চিত্তে আধ্যামার্গ আনয়ন কারী, সত্যলাভী বিজ্ঞগণ কর্তৃক স্বয়ং দর্শনীয় নির্বাণ। সমস্ত কলুষ হতে বহির্গত বা মুক্ত হেতু নৈষ্কম্য চিত্ত পরায়ণ বিবেক লাভী, দুঃখবিহীন, উপাদান ক্ষয়কারী বিতৃষ্ণ ও মোহবিহীন অরহতগণই পুনঃপুন জন্ম গ্রহণে দুঃখ দেখে সম্যক্ প্রতিপত্তি দ্বারা ফল বশে চিত্ত বিমুক্তিলাভ করেন। সম্যক্ প্রকারে বিমুক্ত শাস্ত্র চিত্ত সম্পন্ন সে অরহতের কৃতকাজের পুনঃ বর্দ্ধন হয় না এবং অন্য কোন করণীয়ও থাকে না।

অকম্পিত চিত্ত ক্ষীণাসব :— শিলাময় পর্বত যেমন প্রবল বায়ু দ্বারাও কম্পিত হয় না তেমন রূপ, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শাদি প্রিয় বা অপ্রিয় জনক হলেও ক্ষীণাসবগণ কম্পিত হন না। কারণ তাঁদের চিত্ত রাগাদি কলুষ বিমুক্ত ও সুস্থিত। তাঁদের চিত্ত বায়ুশীল ধর্মকে সর্বদা দর্শন করে।

এজগতে পরকে ও নিজকে জ্ঞান যোগে প্রত্যক্ষ করে যাঁর পঞ্চক্ষকে রাগ-দ্বेष-মোহ-মান-দৃষ্টি কলুষ ও দুষ্চরিত্রাদির কোন কল্পন নেই ; যিনি কলুষ বিনাশ করে শান্ত কায়, দুষ্চরিত্রাদি ধর্ম বিরহিত, রাগাদি পাপ বিরহিত ও তৃষ্ণা রহিত সে অরহতই জন্ম জরা মরণকে অতিক্রম করেছেন।

দুঃখের অন্ত :—এরূপ এক আয়তন আছে যেখানে পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, বিজ্ঞান, অকিঞ্চনায়তন ও সংজ্ঞায়তন উৎপন্ন হয় না এবং ইহকাল, পরকাল, চন্দ্র, সূর্য্যও নেই, তথায় গতি-অগতি, স্থিতি-চ্যুতিও উৎপত্তি হয় না। অপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রবর্তিত ও অনারম্ভণই দুঃখের শেষ বা অন্ত।

অনুৎপন্ন, অভূত, অকৃত, ও অনুৎপাদনীয় ধর্ম আছে, যদি তা' না থাকত, তা' হলে জাত, ভূত, কৃত ও উৎপন্নের নিষ্ক্রমণ দেখা যেত না। সুতরাং অজাত, অভূত, অকৃত ও অনুৎপাদনীয় ধর্ম আছে। তদ্ব্যতীত জাত, ভূত, কৃত ও উৎপাদনের নিষ্ক্রমণ দেখা যায়।

যেখানে চক্ষু বিজ্ঞানাদির অদর্শন, ও সবদিকে অনন্ত প্রভায়ুক্ত নির্বাণে জল-বায়ু-মাটি ও তেজ প্রবিষ্ট হতে পারে না, তথায় দীর্ঘ, ব্রহ্ম, অমু, স্থূল ও শুভাশুভ নামরূপ অশেষভাবে ধ্বংস হয়। বিজ্ঞানের ধ্বংস ও তৃষ্ণার ক্ষয় হলে চিন্তের বিমুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয়।

দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আৰ্য্য সত্য

হীন গ্রামবাসীদের সেবা, পৃথক জনদ্বারা আচরিত আৰ্য্য-গণের অসেবা অনর্থ সংযুক্ত “বস্তু কাম ও কলুষ কাম” এবং তীর্থিয়গণের জায় “শরীরকে দুঃখ প্রদানে অনুরত, কণ্টক শয্যা দিতে শয়ন উপবেশন করে নানা প্রকার দুঃখ আনয়নে রত, আৰ্য্যদের অননুমোদিত ও অমঙ্গল জনক আত্মনিগ্রহ মিথ্যাদৃষ্টি করে” বহুদুঃখ আনয়ন করে।

তথাগত বুদ্ধ পূর্বোক্ত কামমুখ ও আত্মনিগ্রহ পরিত্যাগ করে প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদনকারী, আৰ্য্যসত্য জ্ঞাতার্থ ও প্রজ্ঞা উৎপাদিকা মধ্যম রাস্তা অভিজ্ঞাত হয়েছেন, সে মধ্যমরাস্তা কলুষ উপশমার্থ, চতুর্বিধ আৰ্য্য সত্যের অভিজ্ঞাতার্থ, সম্যকরূপে বোধগম্যার্থ এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ হেতু সংবর্ত্তিত হয়।

সম্যক রাস্তা :—নিম্নোক্ত অষ্ট আৰ্য্য মার্গই দুঃখ ধ্বংসের শ্রেষ্ঠ পথ। যথা :—[প্রজ্ঞাভাগীয়] (১) সম্যকদৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, [শীলভাগীয়] (৩) সদ্ভাষ্য (৪) সদ্ধর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, [সমাধিভাগীয়] (৬) সম্যক চেষ্টা, (৭) সম্যক স্মৃতি ও (৮) সম্যক সমাধি।

তথাগত কর্তৃক এ প্রজ্ঞা চক্ষু উৎপাদিকা, আৰ্য্য সত্য জ্ঞাতার্থ প্রজ্ঞা উৎপাদিকা মধ্যম রাস্তা অভিজ্ঞাত হয়েছেন। সে মধ্যম রাস্তা অমুখ, অনুপধাত, অনায়স ও অযত্নায়াত নির্বাণার্থ সংবর্ত্তিত হয়। ইহাই সম্যক রাস্তা।

নির্বাণ দর্শন হেতু অশ্রু পথ নাই,
 ইহাই সম্যক্ মার্গ জানিবে সবাই ।
 এইপথে আরোহিয়া ওহে ভক্তগণ,
 সম্যক্ প্রকারে কর দুঃখ নিরঃসন ।
 উপদেষ্টা তথাগত মাত্র এই সার,
 কর্ম আদি করিবার তোমাদেরই ভার ॥

এক সময় ভগবান বুদ্ধ সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—
 ওহে শ্রোতৃমণ্ডলিগণ, তোমরা কর্ণপাত কর, মনযোগের সহিত
 শ্রবণ কর। আমি অমৃতময় নির্বাণলাভ করেছি। তাই
 তোমাদিগকে অনুশাসন ও ধর্মদেশনা করবো। তোমরা তা'
 যথাযথভাবে অনুষ্ঠান ও পালন করলে অচিরেই কুলপুত্রগণ যে
 উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ ক'রে অনাগারিক ধর্মে প্রব্রজিত হয়,
 তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ অরহত ফলকে ইহকালেই স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা
 প্রত্যক্ষ ক'রে বাস করতে পারবে।

সম্যক্ দৃষ্টি :—যে হতে আর্য্য শ্রাবকগণ চতুরার্য্য সত্য
 প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অকুশল, অকুশল মূল এবং কুশলাকুশল
 সম্যক্রূপে জানেন ; সে হতেই তাঁরা হল সম্যক্দৃষ্টি সম্পন্ন ও
 তাঁদের দৃষ্টি হয় ঋজু। ধর্মে হয় তাঁদের অচল অটল ও বিমল
 বিশ্বাস, এ' দৃঢ় বিশ্বাসের নামই সম্যক্ দৃষ্টি।

অকুশল মূল :—প্রাণী হত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন এ
 তিনটি কায়িক অকুশল কর্ম, মিথ্যা কথা, শ্রিয় বিচ্ছেদ বাক্য,

ভেদ বাক্য সম্প্রলাপ বাক্য এ চারটি বাচনিক অকুশল কর্ম, লোভ, হিংসা, মিথ্যা দৃষ্টি এ তিনটি মানসিক অকুশল কর্ম। সুতরাং লোভ-দেহ-মোহই অকুশল-মূল।

কুশল মূল :—প্রাণীহত্যা বিরতি, চুরি বিরতি, পরদার লঙ্ঘন বিরতি এ তিনটি কায়িক কুশল কর্ম। মিথ্যা ভাষণ বিরতি, কর্কশ বাক্য বিরতি, প্রিয় বিচ্ছেদ কারী বাক্য বিরতি, সম্প্রলাপ বাক্য বিরতি, এ চারটি বাচনিক কুশল কর্ম।

লোভ বিরতি, হিংসা বিরতি, মিথ্যাদৃষ্টি বিরতি এ তিনটি মানসিক কুশল কর্ম। সুতরাং অলোভ অদেহ অমোহই কুশল মূল।

দৃষ্টি সংযোজন :—যদি কোন পুরুষ (ব্যক্তি) এরূপ বলে যাবৎ ভগবান আমাকে “জগত শাস্ত, বা অশাস্ত, অন্ত বা অনন্ত, জীব না শরীর, জীব ও শরীর, এক না অন্ত, প্রাণি গণ মরণের পর দেবলোকে যায়, কি না যায় ; ইহা না বলবেন, তাবৎ আমি আচরণ করবো না তাঁর ব্রহ্মচর্য ধর্ম।

তহুত্তরে বুদ্ধ বলেন কোন ব্যক্তি শল্য বিদ্ধ হলে তার মিত্র, অমাত্য জ্ঞাতি সলোহিত কর্তৃক সার্বিষ শল্য উৎপাটন কারী সুদক্ষ ডাক্তার আনয়ন করে ; যদি সে শল্য বিদ্ধ ব্যক্তি মিত্র বন্ধু বান্ধবগণকে এরূপ বলে-‘যার দ্বারা আমি বিদ্ধ হয়েছি সে কি ক্ষত্রিয়, না ব্রাহ্মণ, না শূদ্র, তার নাম বা গোত্র

কি? সে দীর্ঘ না হ্রস্ব না মধ্যম ইত্যাদি বিষয় যাবৎ আমি জান্বে না; তাবৎ এ শল্য উৎপাটন কর্ত্তে দেবোনা।” একরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ঐ শল্য বিদ্ধ মৃত ব্যক্তি মরণ কবলে পতিত হয়।

ইহজগতে কোন কোন ব্যক্তি আৰ্য্য ধর্ম সমূহে অদর্শী অনভিজ্ঞ অবিনীত হয়ে সংপুরুষ গণকে ও অদর্শী সংপুরুষ ধর্মে অনভিজ্ঞ অবিনীত বলে মিথ্যা ধারণা পোষণ করতঃ গোশীল, গোত্রতাদি গ্রহণ করে কামরাগ সংযুক্ত প্রদূষিত চিত্তে বাস করে এবং স্বকায় দৃষ্টি উৎপন্ন হলে ও তা’ নিরসন করতে জানেনা যথাযথ ভাবে। তাদের সেই স্বকায় দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে গৃহীত হেতু অবিনীত এবং হীন সংযোজন ভাব প্রাপ্ত হয়। তারা মনোনিবেশ ও অমনোনিবেশ কারী ধর্ম জ্ঞাত না হয়ে “যে ধর্মে মনোনিবেশ করা নিস্প্রয়োজন সে’ ধর্মেই মনোনিবেশ করে এবং যে ধর্মে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, সে ধর্মে মনোনিবেশ করেনা, সে’ একরূপে বিপরীত ভাবে মনোনিবেশ করে ‘যে—

আমি কি অতীতে ছিলাম? না ছিলাম না? কি ছিলাম
কিরূপ ছিলাম, কিরূপ অবস্থা হতে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত
হয়েছিলাম, আমি ভবিষ্যতে থাক্বে, না থাক্বে না, কিরূপ হবো
কিরূপ অবস্থা হতে কিরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত হবো? আমি
বর্তমানে আছি? নাই? কি হয়েছে, কিরূপ আছি? কোথা হতে
এসেছি, কোথায় যাবো?

সে একরূপ বিপরীত ভাবে মনোনিবেশ করাতে বড়-বিধ দৃষ্টির মধ্যে যে কোন দৃষ্টি উৎপন্ন হয় তার। যথা:—আমার আত্মা আছে, নাই, নিজকে নিজেই জানি, আত্মা বা অনাত্ম সম্বন্ধে সম্যক রূপে জানি এবং এ কল্যাণ ধর্মে যে আমাকে আত্মবাদী বলে, সে এই পাপ কর্মের ফল নিশ্চয়ই ভোগ করবে।

যার একরূপ ধারণা “আমার এ আত্মা নিত্য ধ্রুব শাস্ত ও অবিপরীত নাম ধর্মী” সে শাস্ত বাদে স্থিত হয়ে সম্যক রূপে বাল বা মূর্খ ধর্ম পূরণ করতেই থাকে। একেই বলে দৃষ্টিগত, দৃষ্টিবন, দৃষ্টি অরণ্য, দৃষ্টি শল্য, দৃষ্টি স্পন্দন ও দৃষ্টি সংযোজন। দৃষ্টি সংযোজনে সংযুক্ত অশ্রুতবান পৃথক্জন জন্ম জরা বার্দ্ধক্য, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ দৌর্মগস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হয়না এবং দুঃখ হতে মুক্ত হবার আশা ও করতে পারে না।

স্রোতাপন্ন :- শ্রুতবান আর্য্য শ্রাবক, আর্য্যগণদর্শী, আর্য্যধর্মে জ্ঞানী, সংপুরুষ ধর্মে সুবিনীত এবং মনোনিবেশ করণীয় ধর্মে জ্ঞাত ও অমনোনিবেশ করণীয় ধর্মে মনোনিবেশ করেন না, মনোনিবেশ করণীয় ধর্মে মনোনিবেশ করেন এবং ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ, ইহা দুঃখ ধ্বংসের কারণ ও ইহা ধ্বংসের পথ বলে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে মনোনিবেশ করেন একরূপে মনোনিবেশ করাতে স্বকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা

ও শীলব্রত এ সংযোজনত্রয় গ্রহীণ করেন। যাঁদের এ সংযোজনত্রয় গ্রহীণ হয়, তাঁরা শ্রোতাপন্ন নামে কথিত হন,—

পথব্য। একরজ্জেন সগ্গস্ গমনেন বা
সব্বলোকা' ধিপচ্ছেন সোতাপত্তি ফলং বরং ॥
পৃথিবীর একছত্র রাজ্য যদি হয়,
অথবা স্বর্গেতে যদি বসতি করয়।
ত্রিলোকেতে আধিপত্য যদ্যপি স্থাপয়,
শ্রোতাপত্তি ফল সম তথাপি না হয় ॥

সংস্কারের ধর্মতা :—তথাগত বুদ্ধের দৃষ্টি অপগত বা ধ্বংস হয়েছে। তথাগত কর্তৃক ইহা রূপ, ইহা রূপের উৎপত্তি, ইহা রূপের ধ্বংস এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানাদির উৎপত্তির দৃষ্টি ও ধ্বংস হয়েছে। তদ্ব্যতীত তথাগত সমস্ত অহঙ্কার, আমিহ ও তৃষ্ণাদি ক্ষয় ক'রে উপাদান বিহীন (সম্পূর্ণ বিমুক্ত) হয়েছেন। তথাগতের উৎপত্তি, ও স্থিতিকালে সমস্ত সংস্কার অনিত্য, দুঃখ, ও অনাত্ম এসব স্থিতই থাকে ইহা সে সংস্কারের ধর্মতা। যথা:—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অনিত্য, দুঃখ, ও অনাত্ম নিত্য ধ্রুব শাস্ত্রত এবং অবিপরীত নামক কোন ধর্ম জগতে নেই বলে পণ্ডিতগণ বলে থাকেন। ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এরূপে কথিত, দেখিত, প্রজ্ঞাপিত, স্থাপিত, বিস্তার কৃত, বিভাগ কৃত ও গভীর কৃত ধর্ম যে ব্যক্তি না জানে, জ্ঞান চক্ষে দর্শন না করে, সে অদর্শী, অশ্রুতবান অন্ধ, মূর্থ,

পৃথকজনের আয় অভাগা জগতে আর কেহ নেই। দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সামান্য ধর্মও লঙ্ঘন করেন না।

অনাত্মা :—যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে-বেদনাই আমার আত্মা। বেদনা তিন প্রকার, সুখবেদনা, দুঃখ বেদনা ও অদুঃখ অসুখ (উপেক্ষা) বেদনা। এ বেদনাত্রয়ের মধ্যে কোন বেদনাই আত্মা হবে? সত্ত্বগণ যে সময়ে সুখ বেদনা অনুভব করে, সে সময়ে দুঃখ ও অদুঃখ অসুখ বেদনা অনুভব করে না। শুধু সুখ বেদনাই অনুভব করে। যখন দুঃখ বেদনা অনুভব করে, তখন সুখ ও অদুঃখ অসুখ বেদনা অনুভব করেনা। শুধু দুঃখ বেদনাই অনুভব করে। যখন উপেক্ষা বেদনা অনুভব করে তখন সুখ ও দুঃখ বেদনা অনুভব করেনা কেবল অদুঃখ অসুখ বেদনাই অনুভব করে। সুতরাং এ বেদনাত্রয়-অনিত্য, প্রত্যুৎপন্ন ক্ষয়, ব্যয়, বিরাগ ও নিরোধ ধর্মী। যে ব্যক্তি বেদনাকে “ইহা আমার আত্মা” মনে করে সে বেদনার নিরোধ হলে “আমার আত্মা ধ্বংস হয়েছে” বলে ধারণা করে। সে এরূপে ইহলোকেই অনিত্য সুখ দুঃখ ও উৎপন্ন ব্যয় ধর্মে সমাকীর্ণ হয়ে নিজে দর্শন করে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বলে ‘বেদনা আমার আত্মা নহে, অথচ আমার আত্মা বোধজ্ঞ ও নহে। তা’ হলে তাকে এরূপ বলা উচিত যে—যেখানে অনুভব করবার কিছুই থাকেনা তথায় কি আমিত্ব আছে?

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ মনে করে—‘বেদনা আমার আত্মা নহে। ইহা অনুভব করণীয় ও নহে। “আমার

বেদনা ধর্মই আত্মা। তা'হলে তাকে একরূপ বলা উচিত—
 “বেদনা সর্বতোভাবে নিরোধ হলে, তথায় আমিহু ভাব কোথায়
 থাক্বে। যারা ‘মনকে’ আত্মা বলে এবং সে মন উৎপন্ন হয় বা না
 হয় বলে ধারণা করে—তাদিগকে একরূপ বলা উচিত—মনের
 উৎপত্তিও ব্যয় ধর্ম দেখা যায়। একরূপ বললে তাদের এই ধারণা
 হবে—যে—“আমার আত্মা উৎপন্ন ও ব্যয় শীল। তাই এ
 আত্মা অনাত্মা।

যারা ধর্মকে আত্মা বলে এবং সে ধর্ম উৎপন্ন হয় বা না
 হয় বলে ধারণা করে তাদিগকে একরূপ বলা উচিত—ধর্মের
 উৎপত্তি ও ব্যয় ধর্ম দেখা যায়। একরূপ বললে তাদের একরূপ
 ধারণা হবে যে আমার ধর্ম উৎপন্ন ও ব্যয়শীল তাই এ ধর্ম
 অনাত্মা। যারা মনোবিজ্ঞানকে আত্মা বলে.....তাই
 এ মনোবিজ্ঞান অনাত্মা।

অশ্রুতবান অনভিজ্ঞ পৃথগ্জনগণদ্বারা এ চার মহাভৌতিক
 কায়কে আত্মার মধ্যে গণ্য করা শ্রেয় ; তথাপি চিন্তকে আত্মা
 বলে ধারণা করা উচিত নহে। কারণ এ চার মহাভৌতিক
 দেহ ৫। ৭ বৎসর হলে ও স্থিত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু
 যাকে চিন্ত বা মনোবিজ্ঞান বলে, তা' রাত্রিতে একপ্রকার
 এবং দিবসে অন্যপ্রকার হয়। ইহা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন ও
 ব্যয়শীল ধর্ম তদ্ব্যতীত অনাগত বর্তমানে আধ্যাত্মিক বাহ্যিক
 স্থূল সূক্ষ্ম হীন শ্রেষ্ঠ এবং যা ছরে ও নিকটস্থ রূপ বেদনা সংজ্ঞা

সংস্কার ও বিজ্ঞান আছে, তৎসমুদয় আমার নহে, আমি ও উহার নহি এবং এসব আমার আত্মা নহে বলে যথাভূতভাবে সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করা উচিত।

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ জিজ্ঞাসা করে—আপনি অতীতে ছিলেন কি? না ছিলেন না? ভবিষ্যতে হবেন কি? না হবেন না? আপনি এখন আছেন কি নেই? তাকে এরূপ উত্তর দেওয়া উচিত। অতীতে আমি ছিলাম ও ছিলাম না, ভবিষ্যতে আমি হবো বা না হবো, এখন আমি আছি ও নেই। যে ব্যক্তি হেতু উৎপত্তির কারণ দর্শন করে, সে ধর্মও দর্শন করে, সে হেতু উৎপত্তির কারণও দর্শন করে, যেমন গাভী হতে ক্ষীর, ক্ষীর হতে দধি, দধি হতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত এবং ঘৃত হতে মণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুধকে দধি, দধিকে নবনীত, নবনীতকে ঘৃত এবং ঘৃতকে মণ্ড ধারণা ও আখ্যা প্রদান করা যায় না, তদ্রূপ অতীতে আমি উৎপন্ন হয়েছিলাম তা ও সত্য, অনাগতে যে আমি জন্মগ্রহণ করবো তা ও সত্য, কিন্তু আমি বর্তমান অতীত এবং অনাগত জন্মকে তুচ্ছ বা ত্যাগ করছি। বর্তমানে, অতীতে ও ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করা জাগতিক ধর্মতা, কিন্তু এখন তথাগত কর্তৃক ঐ লোক ব্যবহার অস্পর্শনীয়, যা' জীব তা' শরীর বা যা' শরীর তা' জীব। এবং জীব অণু, শরীর অণু বলে মিথ্যাদৃষ্টি থাকলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ হয়না। তথাগত বুদ্ধ এ উভয় মতকে ত্যাগ করে মধ্যম পথেই ধর্ম প্রচার করেছেন।

হেতু উৎপত্তির কারণ :—অবিচার আশ্রয়ে সংস্কার, সংস্কারের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আশ্রয়ে নামরূপ, নামরূপের আশ্রয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার আশ্রয়ে উপাদান, উপাদানের আশ্রয়ে ভব, ভবের আশ্রয়ে জন্ম এবং জন্মকে আশ্রয় ক'রে বার্কিক্যতা, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ-দৌর্মনশ্চ ও উপায়াস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। একরূপে সমস্ত দুঃখ রাশির উৎপত্তি হওয়াকে বলে প্রতীত্য সমুৎপাদ।

অবিচার বিশেষভাবে বিরাগ নিরোধ হলে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ.....জন্মের নিরোধে জরা, মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ দৌর্মনশ্চ ও উপায়াস প্রভৃতি দুঃখ রাশির ধ্বংস হয়। অবিচার দ্বারা আচ্ছাদিত প্রাণী সমূহ তৃষ্ণা সংযোজনে সংযোজিত হয়ে যেখানে যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানে সেখানে অভিনন্দন ও প্রশংসা করে। তদ্বাহেতু তারা ভবিষ্যতে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। যে কর্ম লোভ দ্বারা কৃত হয় তা লোভজ, লোভ নিদান ও লোভ সমুৎপাদক কর্ম। সে লুক্ক ব্যক্তিগণ যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানেই তারা সেই লোভচিত্তে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। অবিচার ত্যাগে বিচার উৎপত্তি ও তৃষ্ণার ধ্বংস হয়। যা' অলোভ কৃতকর্ম তা অলোভজ, অলোভনিদান ও অলোভ সমুৎপাদক এবং অদ্বেষ; অমোহ কৃতকর্ম ও অদ্বেষজ, অমোহজ, অদ্বেষ নিদান, অমোহনিদান এবং অদ্বেষোৎপাদক, অমোহৎপাদক কর্ম। লোভ দ্বেষ-মোহ বিগত হলে কর্ম ও প্রহীণ হয়। যেমন তাল

বৃক্ষের কাণ্ড মূলসহ উৎপাটিত হলে ভবিষ্যতে তা গজাঁবার কোন সম্ভাবনা থাকেনা, তেমন ঐ মোহাদি ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবার কোন সম্ভাবনা থাকেনা।

উচ্ছেদবাদ :—বুদ্ধকে কেহ কেহ উচ্ছেদবাদীও বলতে পারে; কারণ ভগবান বুদ্ধ রাগ-দ্বेष-মোহ এবং বহুবিধ পাপক অকুশল ধর্মের উচ্ছেদার্থ ধর্ম দেশনা করেন।

সম্যক্ সঙ্কল্প :—নৈজ্জম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প ও অবিহিংসা সংকল্প বশে সংকল্প ত্রিবিধ।

এসংসারে কোন কোন গৃহপতি বা গৃহপতি পুত্র বা অন্য যে কোন ব্যক্তি তথাগত দেশিত ধর্ম শ্রবণ ক'রে তাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে এরূপ চিন্তা করেন—গৃহবাস অতিশয় ভীড় ও কদর্য্য অপিচ প্রব্রজ্যাই অনাড়ম্বর মুক্ত আকাশ সদৃশ। গৃহবাসে থে'কে পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা সহজ হবেনা। আমি নিশ্চয়ই কেশ গোপাদি ছেদন ক'রে কাষায় বসন ধারণ করতঃ গৃহ হতে অনাগারে প্রব্রজিত হবো। সুতরাং সে যে কোন সময়ে তার যাবতীয় ভোগ-সম্পত্তি ও মহাজ্ঞাতী কুটুম্বাদি ত্যাগ ক'রে কেশ গোপাদি ক্লিপ্ত করতঃ কাষায় বসন ধারণ করে এবং আগার হতে অন্যাগারে প্রব্রজিত হয়, ইহা সম্যক্ সংকল্পের প্রত্যক্ষ ফল।

সম্যক্ বাক্য :—ইহলোকে কোন কোন ব্যক্তি মিথ্যা ভাষণ ত্যাগ করে' সত্যবাদী, সান্ধ্যাষণকারী, স্থিরবাদী, শ্রদ্ধা-উৎপাদক বাক্যভাষী ও নির্বিবাদী হয়ে বাস করে। তাকে সভা, পরিষদ, জ্ঞাতি ও রাজকুলাদিতে সাক্ষী দেওয়ার জ্ঞাত নীত হলে, সে যা' জানে তা' বলে, যা' জানেনা তা' বলেনা, যা' দেখেছে তাই বলে, যা' দেখেনি তা দেখেনি বলে। এরূপ নিজের জ্ঞাত বা পরের জ্ঞাত অথবা টাকা পয়সার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে মিথ্যা বাক্য বলেনা।

ভেদবাক্য ত্যাগ করে, অপরের নিকট ভেদজনক কোন কথাবার্তা শুনে ভেদার্থে অপর কা'কেও বলেনা। ভেদহেতু কা'কেও উৎসাহিত করেনা; অথচ যাতে পরস্পরের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করে, এবং একতা, একতায় রত, একতায় ইচ্ছা ও একতাবদ্ধ করবার জ্ঞতি মৈত্রী বাক্য ভাষণ করে। মর্মচ্ছেদকারী বাক্য ত্যাগ করে যে বাক্য নির্দোষ, কর্ণসুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, বহু জনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ, সেরূপ বাক্যই ভাষণ করে।

ভৎসর্না করিল আমায় আর যে প্রহার

পরাস্ত ও ধন কত হারিল আমার।

এই ভাব সদা যার মনেতে পোষয়

বৈর ভাব ক্ষান্ত কভু তার নাহি হয়।

জগতে বৈরভাব—বৈরভাব দিয়া

দমন না হয় কভু বৈরতার ক্রিয়া।

দমন করিতে হলে ক্রোধ পরিহর
 ইহাই সনাতন ধর্ম সর্ব রুচিকর ।
 অক্রোধেতে বৈরভাব উপশম হয়
 পণ্ডিত মাত্রেই ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥

চোর দস্যুগণ দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করলেও অঙ্গ
 প্রত্যঙ্গাদি করাত দ্বারা ছেদন করলেও যিনি চিত্ত প্রদূষিত
 করেন না, তিনিই বুদ্ধের শাসন রক্ষাকারী সংপুরুষ । তদ্ব্যতীত
 প্রত্যেকের একরূপ শিক্ষা ও ধারণ করা উচিত যে—
 “আমার চিত্ত বিপরীত ভাব প্রাপ্ত না হউক, পাপ বাক্য
 বল্বোনা প্রাণীদের প্রতি সর্বদা অহিংসা ও মৈত্রীচিন্তে
 হিতাকাজ্ঞী হয়ে বাস করবো এবং জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি
 বিপুল মহৎ অশ্রমাণ অবৈর ও অহিংসা ভাব চিন্তা করে
 মৈত্রী সহগত চিন্তে বাস করবো। “একরূপ ধারণ ও শিক্ষা
 করা একান্তই কর্তব্য।”

অনর্থক বাক্য ত্যাগ করে উপযুক্ত সময়ে সত্য বাদী,
 উপকারী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী, সারবাদী, অর্থসম্পন্নবাদী ও
 ও স-উপমা কথন শীলি হবে। তথাগত কর্তৃক একরূপ কথিত
 হয়েছে—“একত্রিত আখ্যাদের ছু’টিকরণীয়। যথাঃ—ধর্ম কথা
 বলা অথবা মৌনভাব ধারণ করা।” এ সব্কে বলে সম্যক
 বাক্য ।

সম্যক কর্মঃ—প্রাণী হত্যাাদি ত্যাগ করে দণ্ড, অস্ত্র,
 শস্ত্র, ত্যাগ করে প্রাণী হত্যায় ভয় করা এবং সমস্ত প্রাণীদের

প্রতি দয়াপন্ন ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে বাস করা। চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ ক'রে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণকারী, ইচ্ছাকারী এবং চুরি না ক'রে শুচীভাবে বাস করা। পরদারাদি লঙ্ঘন না ক'রে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নি জ্ঞাতি গোত্র ধর্মস্বামী বা রাজা কোন নারীকে যে কোন মালাদি দ্বারা রক্ষিতা ক'রে রাখলে, সে নারীর নিকট গমন না করা, এসব হতে বিরত থাকাই সম্যক্ কর্মাস্ত।

সম্যক্ আজীব :—মিথ্যাজীব ত্যাগ ক'রে সম্যক্ আজীব দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকেই বলে সম্যকাজীব। শস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশাও বিষ এ' পঞ্চ বাণিজ্য সম্যক্ জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহকারী উপাসকগণের অকরণীয়।

সম্যক্ চেষ্টা :—ইহা চার প্রকার, যথা:- সংযমহেতু চেষ্টা, প্রহীণ হেতু চেষ্টা, ভাবনা হেতু চেষ্টাও সম্যক্ রূপে রক্ষা প্রচেষ্টাকে বলে সম্যক্ ব্যায়াম।

ইহলোকে কোন কোন ব্যক্তি পাপক অকুশল ধর্ম সমূহের অনুৎপত্তির জন্ত উদ্যোগ ও চিন্তে শক্তি আনয়ন করে, একে বলে সংযম হেতু চেষ্টা। চক্ষু দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শুনে আনেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ গ্রহণ ক'রে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন ক'রে, কায়ের দ্বারা সূখ স্পর্শ অনুভব ক'রে ও মনের দ্বারা পাপ ধর্ম জ্ঞাত হ'য়ে উহাদের নিমিত্ত গ্রাহী হয় না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপ লাভ্য গ্রাহী হয়না। যদি ও বা তার মনোন্দ্ৰিয় ঐ কারণ

বশে অসংযত হয় এবং লোভ দৌর্মনস্যাদি পাপক অকুশল ধর্মে নিবিষ্ট হয়, তা হলে সেই অভিনিবিষ্ট চিত্তের সংযম হেতু চেষ্টা করে, মনেন্দ্রিয়কে ঐ পাপক অকুশল ধর্ম হ'তে রক্ষা করবার চেষ্টাকে বলে-সংযমার্থচেষ্টা।

উৎপন্ন পাপক অকুশল ধর্ম, কামবিতর্ক, হিংসা বিতর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাত যুক্ত বিতর্ক ধারণ করে না অপিচ উক্ত অকুশল ধর্ম সমূহ ত্যাগ, বিনোদন, বমন ও ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হবার চেষ্টা করে। ভাবনায় রত যোগী কর্তৃক পাঁচটি নিমিত্তে সময়ে মনোনিবেশ করা একান্তই প্রয়োজন। সে পাঁচটি নিমিত্ত কি কি?

(ক) যে নিমিত্ত বা আরম্ভণে মনোনিবেশ করলে রাগদ্বেষ ও মোহ সংযুক্ত পাপক অকুশল বিতর্ক উৎপন্ন হয়” সে নিমিত্তের বিপরীত অথ কুশল পক্ষীয় নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করা।

(খ) বিতর্ক সমূহের দোষাদি এরূপভাবে দর্শন করা উচিত. “এ বিতর্ক অকুশল, সদোষ ও দুঃখ ফল দায়ক”।

(গ) উক্ত বিতর্কে মনোনিবেশ করা অনুচিত।

(ঘ) সেই বিতর্ক সমূহের সংস্কার স্থানে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

(ঙ) দন্তের দ্বারা দন্তগ্রহণ ও জিহ্বার দ্বারা তালুস্পর্শ করে মনের দ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ, নিষ্পোষিত ও অভিসমুত্ত করা উচিত। এরূপ করলে রাগ-দ্বেষ ও মোহ সংযুক্ত পাপক অকুশলবিতর্ক প্রহীন হয়। সে প্রহীন ভাব আধ্যাত্মিক চিত্তে

স্থিত, উপবিষ্ট, একাগ্রতা ও সমাধিস্থ হয়। একে বলে প্রহীন চেষ্টা।

(৩) অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম উৎপাদনার্থ চেষ্টা, উদ্যোগ ও চিত্তকে উৎসাহিত করা স্মৃতি, ধর্ম বিচয়, বীৰ্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা “বিবেক, বিরাগ, নিঃতৃষ্ণাপ্রিত” এসপ্ত বোধাঙ্গকে ভাবনা করার তীব্র চেষ্টাকে বলে—“ভাবনা হেতু চেষ্টা”।

(৪) উৎপন্ন কুশল ধর্ম সমূহের স্থিতির জ্ঞান অবিনাশের জ্ঞান বিপুলভাবে ভাবনার পরিপূরনার্থ চেষ্টা করা, উদ্যোগ করা এবং চিত্তকে সম্যকরূপে গ্রহণ করা, সে উৎপন্ন সমাধি নিমিত্ত বা আরম্ভণ সুন্দররূপে রক্ষা করা। “যেমন—অস্থি, কুমি, বিবর্ণ মৃতদেহ, ও ক্ষীত মৃত দেহ সংজ্ঞা, ইত্যাদি সুন্দর রূপে চিত্তে ধারণ করাকে বলে—“সম্যকরূপে রক্ষাকরবার চেষ্টা”।

দৃঢ়পণ—শ্রদ্ধাবান পণ্ডিতগণ ভগবানের শাসনে প্রবেশ করে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন—“একান্তই আমার শরীরের রক্ত, মাংস শুষ্ক হয়ে যাক, চর্ম, স্নায়ু ও অস্থি মাত্র অবশিষ্ট থাকুক, তথাপি পুরুষ শক্তি, পুরুষ বীৰ্য্য পুরুষ পরাক্রম দ্বারা যা প্রাপ্তব্য তা, না পে’য়ে উৎসাহ উদ্যমকে পশ্চাদ্পদ করবোনা”। এবিধ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দু’প্রকার ফলের মধ্যে যে কোন এক ফল নিশ্চয়ই লাভ করেন। যথাঃ—ইহকালে অরহত ফল অথবা উচ্চাদশেষ অনাগামীফল। এসব চেষ্টাকে বলে সম্যক চেষ্টা।

সম্যক স্মৃতি :—ইহলোকে কোন কোন মানব কায়ে কায়ানুদর্শী, লোভে লোভানুদর্শী, দৌর্ম'নস্যে-দৌর্ম'নস্যানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিন্তে চিন্তানুদর্শী, ধর্মে ধর্মানুদর্শী এবং বীর্য্যবান জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ও স্মৃতিবান হয়ে লোভ ও দৌর্ম'নস্যাди বিনয়ন ক'রে বাস করেন। প্রাণীদের বিশুদ্ধার্থ, শোক বিলাপাদির অতিক্রমার্থ, দুঃখ দৌর্ম'নস্যের অন্তঙ্গমার্থ, অরহত ফল লাভার্থ, ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণার্থ এ চার স্মৃত্ব্যপস্থানই একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা।

কায়গতানুস্মৃতি :—এ' বুদ্ধ শাসনে কোন কোন যোগী অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গিয়ে যোগাসনে উপবিষ্ট হন। দেহকে সোজা ভাবে স্থাপন ক'রে স্মৃতিকে সম্মুখভাগে রেখে অবস্থান করেন। উক্ত যোগী এভাবে উপবিষ্ট ও স্মৃতিযুক্ত হয়ে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে আশ্বাসত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কালে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ কালে দীর্ঘ প্রশ্বাস গ্রহণ, হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ কালে হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ ও হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ কালে হ্রস্ব প্রশ্বাস গ্রহণ কর্তেছি বলে অনুভব করেন। সকল আশ্বাস কায়ের আদি মধ্য অন্ত বিদিত হ'য়ে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তদ্বারা আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ কর্তেছি বলে জানেন এবং স্থূল কায়িক সংস্কার উপশম করে আশ্বাস ত্যাগ কর্তেছি ও গ্রহণ কর্তেছি বলে অনুভব করেন ও সেবন করেন। এরূপে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কায়ে

কায়ানুদর্শী, ব্যয় ধর্মে কায়ের প্রতি ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন। যাবৎ তাঁর জ্ঞানের মাত্রা পরিপূর্ণ না হয় তাবৎ কায় আছে ব'লে স্মৃতি হয়না, এবং জগতের কোন বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন না হয়ে, তিনি কয়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বাস করেন।

সে যোগী গমন কালে “গমন কর্তেছি, স্থিতাবস্থায় স্থিত আছি, উপবিষ্টাবস্থায় উপবিষ্ট আছি এবং শায়িতাবস্থায় শায়িত আছি ব'লে স্মৃতি সহকারে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানেন। সে যোগী চলাফেরায় সম্যক্ রূপে স্মৃতিশীলি হন। সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চতুর্দিক দর্শন করেন, হস্ত পদাদি প্রসারণে ও সংকোচনে স্মৃতিবান হন। অসন, বসন, আসবাব পত্র ধারণে, ভোজনে, পানে ও পৃষ্টকাদি খাওয়ায়, এবং পায়খানা প্রস্রাবাদি ত্যাগে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, নিদ্রায়, জাগরণে, ভাষণে ও মৌণভাব ধারণে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত স্মৃতিবান হন। কোন কোন যোগী এ কায়কে পাদতল হ'তে উপরিভাগ মস্তক পর্য্যন্ত চর্ম‌চ্ছাদিত দেহটি নানা প্রকার অশুচী পদার্থে পরিপূর্ণ বলে দর্শন করেন। যথা :—অশীতি সহস্র কৃমি পূর্ণ চার মহাভূত বিশিষ্ট আমাদের এ দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, চর্ম‌, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা বক্ক, হৃদয় যকৃৎ, ক্রোমা, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, মগজ্জ, বিষ্টা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূঁজ, লোহিত, ঘর্ম‌, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিখনি, লসিকা ও মূত্র আছে।

যেমন উভয়দিকে মুখ সম্পন্ন একটি থলিয়াতে শালি, বীহি, মুগ্‌, মাস, তিল, তণ্ডুল, ধাত্ত প্রভৃতি শস্যাদি থাকলে,

তা' যদি কোন চক্ষুস্পর্শ পুরুষ খুলে সম্যকরূপে তাতে দেখেন তবে বলতে পারেন যে—ইহা শালিধাতু, ইহা বীহিধাতু ও ইহা অমুক অমুক শস্তাদি। তদ্রূপ ঐ যোগী ও কায়ের পাদতল হতে শির কেশের অগ্র ভাগাবাধি চর্মভ্যন্তরে নানা প্রকার অশুচী পদার্থ জ্ঞাননেত্রে দর্শন করেন। যোগিগণ যথাস্থিত যথাপ্রণিহিত এ দেহকে ধাতু বলে দর্শন করেন। কারণ এ কায়ে বিদ্যমান আছে—পৃথিবী ধাতু, জলধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ুধাতু।

যেমন কোন গো ঘাতক বা গোঘাতক পুত্র গাভী হনন ক'রে চতুষ্পাথে ঐ মাংস চার ভাগে ভাগ করতঃ বিক্রির জন্ত বসে। সে রূপ যোগিগণ ও যথাস্থিত যথাপ্রণিহিত এ দেহকে চার ধাতুর মধ্যে বিভাগ ক'রে দর্শন করেন।

যেমন কোন যোগী একদিনের, দু'দিনের ও তিন দিনের বাসি ক্ষীত, নীলবর্ণভাব প্রাপ্ত, রক্ত পুঁজে জড়িত শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃতদেহ দর্শন ক'রে নিজের দেহের প্রতি ও এরূপ ধারণা করেন—“ইহা দেহের স্বভাব ধর্ম, আমার এ দেহও ভবিষ্যতে এরূপ হবে, আমিও এ স্বভাব ধর্মকে অতিক্রম করতে পারি নি।

যদি কোন যোগী শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃত দেহ কাক, কুনাল, শকুণ, শৃগাল ও নানা প্রকার পশুপক্ষী দ্বারা ভক্ষিত

হতে দেখেন ; তখন যোগী নিজের দেহের প্রতিও একরূপ ধারণা করেন—‘এ দেহের ইহাই স্বভাব, আমার দেহ ভবিষ্যতে এ প্রকার ভাব প্রাপ্ত হবে। আমিও অতিক্রম করতে পারিনি।’

যদি কোন যোগী শ্মশানে পরিত্যক্ত মাংস, রক্ত ও স্নায়ু জড়িত অস্থি পঞ্জর, মাংস বিহীন রক্ত স্নায়ু জড়িত অস্থি পঞ্জর অথবা মাংস রক্তবিহীন শুধু স্নায়ু সংশ্লিষ্ট অস্থি পঞ্জর দর্শন করেন এবং অস্থি সমূহের সন্ধি বিচ্ছেদ হেতু দিগ্বিদিক্ বিকীর্ণ অর্থাৎ হস্তাস্থি একস্থানে, পদাস্থি একস্থানে, পৃষ্ঠাস্থি একস্থানে, জজ্বাস্থি একস্থানে, উরু অস্থি একস্থানে, কণ্ঠাস্থি একস্থানে এবং শির কটাহ একস্থানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি ও কায়ের প্রতি একরূপ ভাব পোষণ করেন—“আমার এ দেহও একরূপ হবে, ইহা দেহের স্বভাব ধর্ম, এ স্বভাব ধর্মকে আমিও অতিক্রম করতে পারিনি।”

পুনঃ সে যোগী শ্মশানে পরিত্যক্ত শ্বেতাস্থি সমূহ, বৎসর অতিক্রান্ত অস্থি পুঞ্জ চূর্ণভাব প্রাপ্ত হয়েছে দেখে একরূপ ধারণা করেন—“ইহা কায়ের স্বভাব ধর্ম, আমার দেহও একরূপ ভাব প্রাপ্ত হবে। আমিও এ স্বভাব ধর্মকে অতিক্রম করতে পারিনি।” একরূপে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কায়ে কায়ানুদর্শী, উৎপন্ন ও ব্যয় ধর্মে ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন। এমতাবস্থায় ‘কায় আছে’ বলে স্মৃতিতে উৎপন্ন হলে, তা’ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত স্মৃতি দ্বারা বিষয় বাসনার অধীন না হয় জাগতিক

কোন বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন না করে' যোগীরা কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বাস করেন ।

কায়গতানু স্মৃতির ফলঃ—উক্ত কায়গতানুস্মৃতি আদর বশে আচরণ, ভাবনা বর্দ্ধন, পুনঃ পুন ভাবনা করণ, যুক্ত যান সদৃশ করণ, প্রতিষ্ঠিত বস্তুর নায় স্মৃ প্রতিষ্ঠিত করণ, জাগরণ শীলতা, সর্বদিকে উপচিত ও স্মকরণ দ্বারা দশপ্রকার ফল লাভ করা যায় ।

যথাঃ—(ক) উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন উৎকণ্ঠা ও তৃষ্ণা সমূহ মর্দিত হয় । (খ) ভয়াদি উৎপন্ন হয় না, তা' চিন্তে স্থান ও পায়না এবং উৎপন্ন ভয়াদি মর্দন ক'রে নির্ভয়ে বাস করেন । (গ) শীতোষ্ণ, ক্ষুধা, পিপাসা, ডংসক, মশক, বায়ু তাপ সরী সৃপাদির স্পর্শ ও ছরোক্ত বাক্য, ভীত্রতা, কটু, কর্কশ, অমধুর, অমনোজ্ঞ ও প্রাণ হারক বেদনা সহ্য হয় । (ঘ) ইহকালেই যথেষ্টা, নিঃতুঃথে ও বিপুলভাবে চতুর্বিধি ধ্যান লাভ করেন, (ঙ) অনেক প্রকার ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন । (চ) মানব শক্তির অতীত বিশুদ্ধ দিব্য শ্রোত্র দ্বারা দেব নরের উভয় শব্দ শ্রবণ করেন । দূরে ও নিকটের কোন বিশেষত্ব থাকে না । (ছ) পর সত্ত্ব, পর পুদ্গলের চিন্তা স্থায়ী চিন্তা দ্বারা জানতে পারেন । (জ) অনেক পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে অনুস্মরণ করতে পারেন । (ঝ) মানব চক্ষের অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ দিব্য চক্ষু দ্বারা প্রাণীদের চৃতি-উৎপত্তি,

হীন-শ্রেষ্ঠ-সুবর্ণ-দুর্বর্ণ ও সুগতি-দুর্গতিতে কর্মানুযায়ী নিপতিত সহগণকে দর্শন করেন। (এ) আসক্তি ক্ষয় ক'রে অনাসক্তচিত্ত ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ ক'রে ইহকালে স্বয়ং অভিজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষী ভূত হয়ে বাস করেন। কায়গতানু স্মৃতি ভাবনা দ্বারা উক্ত দশবিধ ফল নিশ্চয়ই লাভ হয়।

বেদনানুদর্শনঃ—ইহ জগতে কোন কোন যোগী, সুখ বেদনা অনুভব কালে সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা অনুভব কালে দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা অনুভব কালে অদুঃখ অসুখ বেদনা, স-আমিষ-নিরামিষ-সুখ বেদনা অনুভব কালে স-আমিষ নিরামিষ সুখ বেদনা বা স-আমিষ দুঃখ বেদনা বা উপেক্ষা বেদনা অনুভব কর্তেছি বলে সম্যক রূপে জানেন। এক্রূপে আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বেদনায় বেদনানুদর্শী, বেদনায় উৎপন্ন ও ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন। “বেদনা আছে” ইহাই মাত্র স্মৃতিতে স্থাপন করেন। কেননা জ্ঞান ও প্রতিস্মরণ হেতু। কিন্তু তিনি বিষয় বাসনার অধীন না হ'য়ে পঞ্চকঙ্কের বস্তুর প্রতি কোন আশক্তি উৎপাদন না ক'রে বেদনায় বেদনাদর্শী হয়ে বাস করেন। এর নাম বেদনানুদর্শন।

চিত্তানুদর্শন :—চিত্ত কামরাগাসক্ত হলে কাম রাগাসক্ত, বীতরাগ হলে বীতরাগ, নিষ্কাম-হিংসায়ুক্ত হলে হিংসা যুক্ত, হিংসাবিহীন হলে হিংসা বিহীন, মোহ যুক্ত হলে মোহযুক্ত,

আলস্য পরায়ণ হলে, আলস্য পরায়ণ, ঐক্যতা ভাব হলে ঐক্যতা ভাব, রূপ ও অরূপাবচর চিত্ত উৎপন্ন হলে রূপারূপাবচর চিত্ত উৎপন্ন, কামাবচর চিত্ত উৎপন্ন হ'লে কামাবচর চিত্ত উৎপন্ন, রূপ অরূপাবচর ও কামাবচর চিত্ত উৎপন্ন হ'লে রূপ অরূপাবচর ও কামাবচর চিত্ত উৎপন্ন, একাগ্রতা ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত উৎপন্ন হ'লে একাগ্রতা ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত উৎপন্ন এবং মুক্ত চিত্ত উৎপন্ন হলে মুক্ত অমুক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে ব'লে সম্যকরূপে জানেন।

যোগিগণ একরূপে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক চিত্তে চিত্তানুদর্শী, উৎপন্ন ও ব্যয় ধর্মে উৎপন্ন ব্যয় ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন। একরূপে বাস করার সময় তাঁদের চিত্তে একরূপ ধারণা হয়—“চিত্ত আছে” কিন্তু সে চিত্ত কোন সত্ত্ব নহে, প্রাণী নহে, আমার নহে, নর-নারীও নহে। এ ধারণা উৎপন্ন হওয়ার পর জ্ঞানের পরিপূর্ণ হেতু তৃষ্ণা দিতে অনাসক্ত হয়ে বাস করেন। একরূপ যোগিগণ দেহ হতে আত্ম বশে কিছুই গ্রহণ করেন না। একরূপে বাস করার নাম চিত্তানুদর্শন।

ধর্মানুদর্শী—পঞ্চনীবরণ ধর্মে, পঞ্চনীবরণ ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করাকেই বলে ধর্মে ধর্মানুদর্শী। পঞ্চ নীবরণ—(১) আধ্যাত্মিক কামেচ্ছা, (২) হিংসা, (৩) আলস্য-জড়তা, (৪) ঐক্যতা ও কৌকৃত্য এবং (৫) বিচিকিৎসা বা সন্দেহ ধর্মে ধর্মানুদর্শীগণ নিজের নিকট উক্ত পঞ্চ নীবরণ ধর্ম থাকলে

আছে, আর না থাকলে নেই বলে সম্যক্ রূপে জানেন।
এবং যাতে অনুৎপন্ন পঞ্চ নীবরণ উৎপন্ন না হয়, উৎপন্ন পঞ্চ
নীবরণ প্রহীণ হয় ও পরিত্যক্ত পঞ্চ নীবরণ ভবিষ্যতে যাতে
উৎপন্ন না হয় তদ্বিষয় বিশেষ রূপে জানেন।

পঞ্চোপাদান স্বক্ক ধর্মানুদর্শীঃ—পঞ্চোপাদান স্বক্ক
ধর্মে পঞ্চোপাদান স্বক্কানুদর্শী হয়ে বাস করাকেই বলে
পঞ্চোপাদান স্বক্ক ধর্মানুদর্শী। যেমন ইহা রূপ, ইহা রূপোৎপাদক
হেতু, ইহা রূপ ধ্বংসের উপায়, এ প্রকারে বেদনা, সংজ্ঞা,
সংস্কার, ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বদা পঞ্চোপাদান স্বক্ক ধর্মানুদর্শীগণ
চিন্তা করে করে বাস করেন।

ছয় আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক আয়তন—ছয় আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক
আয়তন ধর্মে আয়তন ধর্মানুদর্শীগণ চক্ষু ও রূপ কি তা' বিশেষ
রূপে জানেন। চক্ষু ও রূপাশ্রয়ে যে সংযোজন বা সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়
তা ও বিশেষ রূপে জানেন। যেই রূপে অনুৎপন্ন সংযোজন উৎপন্ন
না হয়, উৎপন্ন সংযোজন ধ্বংস হয় তা' ও প্রকৃষ্টরূপে জানেন।
উক্তরূপে শ্রোত্র ও শব্দের, ভ্রান ও গন্ধের, জিহ্বা ও রসের, কায়
ও স্পর্শের, এবং মন ও ধর্মের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

সপ্ত বোধি অঙ্গ—সপ্ত বোধাঙ্গ ধর্মে সপ্ত বোধাঙ্গ
ধর্মানুদর্শীগণ আধ্যাত্মিক স্মৃতি সম্বোধাঙ্গ নিজের নিকট থাকলে
আছে, আর না থাকলে নেই বলে সম্যক্ রূপে জানেন। যে

উপায়ে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ কি প্রকারে ভাবনা করলে পরিপূর্ণ হয় তা' বিশেষরূপে জানেন। একরূপে ধর্ম অবলোকন কারী যোগিগণ ধর্ম সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধেও প্রকৃষ্টরূপে জেনে বাস করাকে বলে সপ্ত বোধ্যঙ্গে বোধ্যঙ্গানুদর্শী বাসকারী।

চার আর্য্য সত্য ধর্ম অনুদর্শী :- যারা ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখোৎপত্তির কারণ, ইহা দুঃখের নিরোধ এবং ইহা দুঃখ ধ্বংসের উপায় বলে যথাযথ ভাবে জানেন, তাঁরাই চার আর্য্য সত্যে ধর্ম অনুদর্শী হয়ে বাস করেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক, উৎপন্ন ও ব্যয় ধর্মে, উৎপন্ন-ব্যয় ধর্মে ধর্ম অনুদর্শী হয়ে বাস করেন। “ধর্ম আছে” তাঁর একরূপ স্মৃতি উৎপন্ন হয় “এই ধর্ম আমার নহে, আমিও এর নহি, এতে কোন সত্ত্ব বা প্রাণী নেই,” সুতরাং তিনি একরূপ চিন্তা করে পঞ্চস্কন্ধ দেহের কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত না হয়ে ও গ্রহণ না করে বাস করেন। একে বলে চার আর্য্য সত্য ধর্মে ধর্ম অনুদর্শী বাসকারী।

যে কোন ব্যক্তি চার স্মৃত্যাংগস্থান সাত বৎসর উক্ত নিয়মে ভাবনা করলে তিনি ইহলোকে অরহত ফল কিম্বা অনাগামী ফলের মধ্যে যে কোন একটি ফল নিশ্চয়ই লাভ করবেন। প্রজ্ঞাবান মেধাবিগণ সাতদিনের মধ্যেই উক্ত ফল লাভ করেন।

প্রাণীদের বিশুদ্ধার্থ, শোক বিলাপাদির অতি ক্রমার্থ, দুঃখ দৌর্মর্গস্যের ধ্বংসার্থ, অরহত ফল লাভার্থ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করণার্থ, উক্ত চার স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাই একমাত্র রাস্তা বা উপায়।

হস্তীর মাল্হতেরা যেমন আরণ্যিক হস্তীর আরণ্যিক স্বভাব সুলভ, শব্দ, চিন্তা, বেদনা, ক্লান্তি ও পরিতাপাদি দূরীভূত করবার জন্য এবং গ্রামে অভিরমিত হয়ে মানব স্বভাব সুলভ ভাব গ্রহণ হেতু প্রকাণ্ড পাষণ্ড স্তম্ভ পৃথিবীতে পুঁতিয়ে তাতে ঐ আরণ্যিক হস্তীকে শব্দ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, সেরূপ আর্ঘ্য শ্রাবক গণও গৃহাশ্রিত আচার, স্ত্রী শব্দ ও সংকল্পনাদি দূরীভূত করবার জন্য এবং অরহত ফল ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত এ'চার স্মৃত্যুপস্থান চিত্তে দৃঢ় রূপে বন্ধন ও ধারণ করেন। আনাপাণ স্মৃতি ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে চার স্মৃত্যুপস্থান পরিপূর্ণ হয়। সেই পরিপূর্ণ চার স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে সপ্ত বোধাঙ্গ পরিপূর্ণ হয়। এবং সে পরিপূর্ণ সপ্ত বোধাঙ্গ ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

আনাপাণ স্মৃতি ভাবনার বিধানঃ—

নিম্নোক্ত নিয়মে আনাপাণ স্মৃতি ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে মহাফল ও মহাশুভ হয়। কোন বৃক্ষমূলে বা নির্জন স্থানে ধ্যানাসনে উপবেশন করে দেহকে ঋজুভাবে স্থাপন

করতঃ কম স্থানাভিমুখে স্মৃতি স্থাপন করে অবস্থান করবেন। উক্ত স্মৃতি ত্যাগ না করে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে আশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কালে দীর্ঘ আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ, ও গ্রহণ, হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কালে, হ্রস্ব আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কর্তেছি বলে জানা। সকল আশ্বাস প্রশ্বাস কায়ের আদি-মধ্য ও অন্তবিদিত হয়ে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত দ্বারা আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কর্তেছি বলে সেবন করা। প্রীতি, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান ও তৃতীয় ধ্যান সুখকে পরিজ্ঞাত হয়ে শ্বাস প্রশ্বাস সেবন করা এবং চতুর্থ ধ্যান সংস্কার বা বেদনাদি জ্ঞাত হয়ে স্থূল চিত্ত সংস্কারকে উপশম করতঃ চতুর্থ ধ্যান বশে চিত্ত ভাব জ্ঞাত হওয়া এবং সমাধি ও বিদর্শন বশে প্রমোদিত হয়ে বাস করা। তৎপর একাগ্রতা ভাবাপন্ন স্থিত চিত্তকে পঞ্চনীবরণ হতে বিমোচন করে অনিত্য বিরাগ নিরোধ ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে আশ্বাস প্রশ্বাস সেবন করা।

তখন ত্রিভব কলুষ সমূহে তাপ প্রদানকারী সম্প্রযুক্ত জ্ঞানবান ও স্মৃতিবান সাধক এ পঞ্চ স্বক্কের লোভ দৌর্মগ্নতাদি বিনয়ন করেন এবং কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বাস করেন। এখানে কায় অণু এবং শ্বাস প্রশ্বাস অণু। সাধক যখন প্রীতি, চিত্তসংস্কার বা বেদনাদি জ্ঞাত হয়ে স্থূলচিত্ত সংস্কারকে উপশম

করেন এবং শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কর্তেছি বলে সেবন করেন। তখন সে বীৰ্য্যবান সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী সাধক লোভ দৌর্মণস্থাদির বিনয়ন করতঃ শ্বাস প্রশ্বাস বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে বাস করেন। এখানে বেদনা অস্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাস অস্ত্র। সাধক যখন চতুর্থ ধ্যান বশে স্থায়ী চিত্ত, জ্ঞান, সমাধি ও বিদর্শন হেতু প্রমোদিত হন, ক্ষণিক একাগ্রতা ভাবাপন্ন স্থিত চিত্তকে পঞ্চ নীবরণ হ'তে বিমুক্ত ক'রে শ্বাস প্রশ্বাস সেবন করেন। তখন তিনি লোভ দৌর্মণস্থাদি বিনয়ন ক'রে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী ও বীৰ্য্যবান হন এবং চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে বাস করেন। বিক্ষিপ্ত চিত্ত পরায়ণ ও স্মৃতিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে এ আনাপাণ স্মৃতি ভাবনা যোগ্যতর নহে।

যখন যোগী অনিত্য বশে সংস্কার সমূহের ভঙ্গ, বিরাগ, নির্বাণ, নিরোধ ও ত্যাগ বশে দর্শন করেন; আশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ কর্তেছেন বলে জানেন ও সেবন করেন, তখনই তিনি ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন বলে কথিত হন। সেই সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী বীৰ্য্যবান ও স্মৃতিবান যোগী এ পঞ্চ স্কন্ধের লোভ-দৌর্মণস্থাদি বিনয়ন করেন। তিনি যে লোভ-দৌর্মণস্থাদি ত্যাগ করেছেন, তা' প্রজ্ঞা চক্ষে সুন্দর রূপে দর্শন করেন, ভালমন্দ বিচার করেন। সে সময়ে বীৰ্য্যবান সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী ঐ যোগী স্মৃতিবান হয়ে লোভ দৌর্মণস্থাদি প্রহীণ ক'রে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে বাস করেন। একরূপে আনাপাণ

স্মৃতি ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে চার স্মৃত্যুপস্থান পরিপূর্ণ হয়।

সপ্তবোধ্যঙ্গের পরিপূর্ণঃ—কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিন্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে লোভ-দৌর্মণশ্চাদি প্রহীণ করতে হবে, তখন স্মৃতি স্থিত ও নিভুল হবে। তখন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হবে, তা' ভাবনা ক'রে পরিপূর্ণ করতে হবে। এক্ষেপে স্মৃতিবান হয়ে বাস করতঃ প্রজ্ঞা দ্বারা ধর্মকে চয়ন-প্রচয়ন ও মীমাংসা করবেন। যখন উক্ত মীমাংসায় উপনীত হন তখন ধর্ম বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হয়, ক্রমে তা' ভাবনা করে পরিপূর্ণ করতে হবে। তখন তা' প্রজ্ঞা দ্বারা চয়ন-প্রচয়ন ও মীমাংসা করলে বীৰ্য্য সম্বোধ্যঙ্গ অসঙ্কোচিত ও আরন্ধ হয়। তখন ভাবনা ক'রে পরিপূর্ণ করতে হয়। আরন্ধ বীৰ্য্যবানের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রীতি উৎপন্ন হওয়ার পর প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হয়। তা' ভাবনা ক'রে পরিপূর্ণ করলে কায় ও চিন্তের বেদনা বিগত হয়। কায়চিন্তের বেদনা বিগত হলে প্রশান্ত সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হয়, তা' ভাবনা করে পরিপূর্ণ করলে চিত্ত সুখী হয়, সুখীত চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হয়, তা' ভাবনা ক'রে পরিপূর্ণ করলে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরন্ধ হয়, এক্ষেপে চার স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা ও বহুলীকৃত করলে উক্ত সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ করা—কলুষ ধ্বংসকারী
বিবেক-বিরাগ-নিরোধ-বিদর্শন ও মার্গ-ভাবনা প্রাপক স্মৃতি
সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম গবেষণাকারী বা অবলোকনকারী সম্বোধ্যঙ্গ, শ্রীতি
সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা
সম্বোধ্যঙ্গ” এ সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা
ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

সম্যক্ সমাধি :—চিন্তের একাগ্রতাই সমাধি। চার
স্মৃত্যুপস্থানই সমাধির নিমিত্ত, চার সম্যক্ চেষ্টাই সমাধির
উপকরণ। উক্ত ধর্মসমূহের ভাবনা বহুলীকৃত করণই সমাধি
ভাবনা।

যোগী আর্ধ্যাশীল স্বক্কে, ইন্দ্রিয় সংযমে ও স্মৃতি সম্প্রযুক্ত
জ্ঞানে অলঙ্কৃত হয়ে অরণ্যে, বৃক্ষমূলে, পর্বত কন্দরে, গিরি,
গহ্বরে, বিবরে, শ্মশানে, রাস্তায় বা খোলা স্থানে, তৃণরাশিতে
বা যে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে পদ্মাসনে, উপবেশন করেন
এবং দেহকে সোজাভাবে স্থাপন ও স্মৃতিকে কর্মস্থানাভিমুখে
স্থাপন করতঃ উপবেশন করেন। তিনি এ পঞ্চ স্বক্ক হতে লোভ
প্রহীণ ক’রে অলোভচিন্তে বাস করেন। হিংসা ও ক্রোধ
ত্যাগ করে সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাকারী হন ও অহিংসা
অক্রোধচিন্তে বাস করেন, হিংসা ও ক্রোধ হতে চিন্তকে পরিমুক্ত
করতঃ স্থানমিদ্ধ প্রহীণ ক’রে আলোক সংজ্ঞা সম্পন্ন ও স্মৃতি

সম্প্রযুক্ত জ্ঞানী হন এবং চিত্তকে স্থানমিদ্ধ হতে পরিমুক্ত ক'রে বাস করেন। ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যভাব প্রহীণ করে আধ্যাত্মিক চিত্তকে উপশম করতঃ অনৌদ্ধত্য ভাবেই বাস করেন। ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য ভাব হতে চিত্তকে সমাক্রূপে মুক্ত ক'রে বিচিকিৎসা বা সন্দেহত্যাগ করতঃ কুশল ধর্মসমূহে নিঃসন্দেহ হয়ে বিহার করেন। বিচিকিৎসা হতে চিত্তকে বিমোচন করেন। উক্ত পঞ্চনীবরণ ত্যাগ ক'রে চিত্তের উপকলুষ সমূহ প্রজ্ঞার দ্বারা দুর্বল করেন এবং কামাদি অকুশল ধর্ম ত্যাগ করে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতি সুখ মূলক প্রথম ধ্যান লাভ ক'রে বাস করেন। প্রথম ধ্যানে পাঁচ অঙ্গ পরিত্যক্ত ও পাঁচ অঙ্গ সংযুক্ত। যথা,—প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত যোগীর পঞ্চনীবরণ পরিত্যক্ত হয় এবং বিতর্ক বিচার, প্রীতি সুখ ও চিত্তের একাগ্রতা প্রবর্তিত হয়। কোন কোন যোগী বিতর্ক বিচারাতির উপশম ক'রে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাধন ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করেন এবং অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি সুখমূলক দ্বিতীয় ধ্যান লাভ ক'রে বাস করেন। প্রীতির সহিত অনাসক্ত হয়ে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মধ্যস্থ ভাবাপন্ন হয়ে বাস করেন এবং কায়ের দ্বারা ও সুখ অনুভব করেন। যেমন আর্য্যগণ বলে থাকেন “স্মৃতিবান মধ্যস্থভাবাপন্ন ব্যক্তিই সুখে বাস করেন। সুতরাং তাঁরাই তৃতীয় ধ্যান লাভী যোগী। সুখ ও দুঃখের প্রহীণ—পূর্বেই চিত্তের সৌমণ্ড্য ও দৌর্মণ্ড্যাদি ধ্বংস করে, অদুঃখ

অমুখ 'স্মৃতি সম্পন্ন পরিপুঙ্ক চতুর্থ ধ্যান লাভ করতঃ বাস করেন। একেই বলে সম্যক্ সমাধি।

শমধ বিদর্শন :—কোন কোন যোগী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানাদি লাভ ক'রে বাস করেন। তিনি তথায় রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানগত অর্থাৎ বিজ্ঞানাদির মধ্যে গন্য ধর্ম সমূহকে অনিত্য, দুঃখ, রোগ, ব্রণ, শল্য, আঘাত, ব্যাধি, শূন্য ও অনিত্য বশে দর্শন করেন। তখন তিনি ঐ ধর্ম সমূহ হতে চিত্তকে মুক্ত করেন। উক্ত অনিত্য দুঃখাদি ধর্ম হতে চিত্তকে নিবারিত ক'রে নির্বাণ ধাতুতে উপনীত করেন এবং ইহাই শাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ সকল সংস্কারের উপশম, ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ ও ঋংসই নির্বাণ। সে যোগী যদিও বা এখানে তৃষ্ণাদি ক্ষয় কর্তে না পারেন, তা'হলে ঐ ধর্মদৃষ্টি ও ধর্মের প্রতি তীব্র ইচ্ছা হেতু হীন সংযোজন ক্ষয় ক'রে অযোনী সম্ভবা অর্থাৎ স্বর্গাদিতে উৎপন্ন হয়ে তথায় নির্বাণিত হন। তিনি ইহলোকে আর প্রত্যাবর্তন করেন না।

ব্রহ্মবিহার :—ইহ জগতে কোন কোন যোগী চারদিকে, উর্দ্বে, অধোদিকে এবং সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী বিপুল, মহৎ, অপ্রমাণ বৈরতা ও হিংসা বিহীন মৈত্রী চিত্ত বিস্তার ক'রে বাস করেন। তদ্রূপ করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাচিত্ত বিস্তার ক'রে বাস করাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অরূপধ্যান :—সে যোগী সমস্ত রূপ সংজ্ঞার অতিক্রম, প্রতিঘ বা অনিষ্ট সংজ্ঞার ধ্বংস করে নানা আত্মসংজ্ঞায় মনো-নিবেশ না করে “অনন্ত আকাশ, অনন্ত আকাশ, বলে ধারণা লাভ করেন। ক্রমে তা ভাবনা বলে অতিক্রম ক’রে ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ অসীম বিধায় বিজ্ঞানায়তন” ধ্যান লাভ ক’রে বাস করেন। বিজ্ঞানায়তন ও অতিক্রম ক’রে “কিছুই নেই হেতু” অকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করেন। তথায় তাঁর যে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানগত ধর্মতা অনিত্য, দুঃখ, রোগ, ব্রণ, শল্য, আঘাত, ব্যাধি, শূন্য ও অনাত্ম ভাবই দর্শন করেন। তিনি উক্ত ধর্মের দ্বারাই চিন্তকে দমিত করেন। তৎপর সেই নিবারিত চিন্তকে অমৃত ধাতুতে পৌঁছাতে দেন। এবং ইহাই শান্ত, শ্রেষ্ঠ, সর্ব সংস্কারের উপশম, সর্বোপাধির ত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয়, বিরাগ ও ধ্বংস হওয়ার পর নির্বাণ। তিনি এখানেই স্থিত হয়ে তৃষ্ণাদির ক্ষয় সাধন করেন।

যদিও বা এখানে তৃষ্ণাক্ষয় না হয়, পাঁচ প্রকার হীন সংযোজন ক্ষয় করে “অযোনি সম্ভবা” দেব ব্রহ্ম লোকে উৎপন্ন হন। তথায় তিনি নির্বাণিত হন। নিম্নদিকে ফিরে আসেন না। সমস্ত অকিঞ্চনায়তনকে অতিক্রম ক’রে নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন লাভ ক’রে বাস করেন।

নিরোধ সমাপত্তি :—সমস্ত “নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞা” আয়তন অতিক্রম ক’রে সংজ্ঞা অনুভব করণীয় জ্ঞান ধ্বংস ক’রে বাস

করেন। সংস্কার ও চেতনা না করলে ভব-বিভবেও এ পঞ্চ স্কন্ধ দেহে কিছুই গ্রহণ করে না। গ্রহণ না করার দরুণ তৃষ্ণাযুক্ত হয় না। সুতরাং বিতৃষ্ণ হয়ে নিজে নিজেই পরিনির্বাপিত হন। সেই ক্ষীণাসব অরহতের ব্রহ্মচর্য্যবাস পরিপূর্ণ হ'য়েছে এবং ইহ পরকালের জ্ঞান আর করণীয় কিছুই নেই বলে জানেন। তিনি ত্রিবিধ বেদনা অনুভব ক'রে সে বেদনা সমূহ অনিত্য অগ্রহণীয় অপ্রশংসনীয় বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, এবং সেই বেদনা সমূহে অসংযুক্ত বলে অনুভব করেন। আর মৃত্যুর পর প্রতিসন্ধির অভাব ও সমস্ত অনুভবনীয় অনভিনন্দনীয়াদির শৈথল্য ভাব প্রাপ্ত হ'য়েছে বলে প্রকৃষ্টরূপে জানেন।

তৈল ও বস্ত্তিকার সংযোগে যেমন তৈল প্রদীপ জলে, কিন্তু সে' তৈল ও বস্ত্তিকা দীপ ভাঙ হতে অগ্ন স্থানে রাখা হলে এবং জ্বালাবার কোনো উপকরণ তথায় দেওয়া না হয়, তখন ঐ প্রদীপ কা'রো বিনা উপক্রমেই নির্বাপিত হয়। সেরূপ কৃতকর্ম যোগীদেরও মরণের পর প্রতিসন্ধির অভাব ও ইহকালেই সমস্ত অনুভবকৃত, অনভিনন্দিত বেদনা সমূহের শৈথল্যভাব প্রাপ্ত হয়।

আর্য্যজ্ঞান :—সমস্ত দুঃখ স্কন্ধে যাঁর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাঁর জ্ঞানই পরম আর্য্য জ্ঞান। সে' জ্ঞানিগণই বিমুক্ত হন

এবং আৰ্য্যসত্য হ'তে পতিত হন না। অবিনষ্ট স্বভাব নির্বাণই পরম আৰ্য্য সত্য। ত্যাগের মধ্যে সর্বোপাধির ত্যাগই আৰ্য্য ত্যাগ, উপশমের মধ্যে রাগ দ্বেষ ও মোহের উপশমই পরম আৰ্য্য উপশম।

মান :—আমি আমার হবো, হবোনা, অরূপী সত্ত্ব হবো, সংজ্ঞা সম্পন্ন সত্ত্ব হবো, অসংজ্ঞ সত্ত্ব হবো, সংজ্ঞ-অসংজ্ঞ সত্ত্ব হবো “বলে মনের যে ধারণা উৎপন্ন হয়, সে প্রত্যেক ধারণাকেই বলে মান।

শাস্ত্রমুনি :—উক্ত মান ত্রণ ও শল্য বশে গৃহীত, সে সমস্ত যিনি অতিক্রম করেছেন তিনিই শাস্ত্রমুনি বলে কথিত হন। শাস্ত্রমুনিগণ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করেন না, জীর্ণ হন না, মরেন না এবং তাঁর লব্ধ ফল কুপিত হয় না। কোন দ্রব্যের প্রতি তৃষ্ণা ও থাকেনা। যে উপকরণ দ্বারা জন্মগ্রহণ করা হয় তার অভাব হলে জন্ম হয় না। জন্ম না হলে বার্কক্য দুঃখাদি ও ভোগ করতে হয়না, অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধের অভাবে তৃষ্ণার আর স্থান থাকেনা।

লাভ, কীর্তি ও যশরূপী ফলের জন্ম ব্রহ্মচর্য্য, শীল, সমাধি পালন বা রক্ষা করা হয় না। অপিচ বিমুক্তির বিপরীত ভাব প্রাপ্ত না হবার জন্ম এ সারবান চরম সীমারূপী ব্রহ্মচর্য্য

আচরণ ও রক্ষা করা হ'য়ে থাকে। অতীতে যে অরহত সম্যক্ সমুদ্বগণ ছিলেন, তাঁরাও এ নিয়মানুসারে সকলকে শাসন-অনুশাসন করে গেছেন। ভবিষ্যতে যে' অরহত সম্যক্ সমুদ্বগণ উৎপন্ন হবেন তাঁরা ও উক্ত নিয়মে শাসনানুশাসন ও পরিচালনাদি করবেন। কখনো এর ব্যতিক্রম হবেনা।

সম্বদের হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী ভগবান বুদ্ধ শ্রাবকদের জ্ঞানি যা' করণীয় তা' করেছেন, শেষে যেন অনুতাপ করতে না হয়। যথা :—বৃক্ষমূল ও শূণ্ঠাগারে বাসের অনুজ্ঞা, অশ্রমাদিত হয়ে ধ্যান সমাধি করবার নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধের আদেশ ও শাসন অনুশাসন।

“সত্য সংগ্রহ সমাপ্ত”

আপনার নিকট হ'তে সঙ্কল্প গ্রন্থ প্রকাশের
প্রজ্ঞাদান ৭৫ পয়সা সাদরে গ্রহণ ক'রে ধর্মদানের
এপ্রাপ্তি “নিদর্শনখানা” দেওয়া হলো।

ইতি—

ভিক্ষু—কোণ্ডাঞো।।

মুদ্রনে :— পাক প্রিটিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, চট্টগ্রাম।